তাহা যদি শুনিতে, তাহা হইলে বুঝিতে—মেহের খালি রূপে নয়, গুণেও অতুল সম্পদময়ী।”

পাটরাণীর এই কথায় বেগমদের মধ্যে একটা অস্ফুট আনন্দ—কোলাহল উঠিল। যোধবাই তখনই এক বাঁদীকে তাঁহার সেতার আনিতে আদেশ করিলেন। সকলেই উৎসুক নেত্রে সেতারের আগমন অপেক্ষায় রহিল।

সম্রাজ্ঞী যোধবাই চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সমগ্র দেহ যেন অফুরন্ত সৌন্দর্য্যময়। সেই তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কৃষ্ণতারকা-ময় চক্ষু—যেন তখনও কটাক্ষ বিশিখে আকবর সাহের অভিলাষ রঞ্জিত-হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে সক্ষম। দিল্লীশ্বর তাঁহার রূপ-মোহিত—গুণ-মোহিত। মহমণ্ডিত-রমণীজনোচিত—পবিত্র স্নেহ-রাশিতে আত্ম-হারা। এই পাটমহিষীই তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা—সংসারের প্রধান লক্ষ্য। সমগ্র সাম্রাজ্য অতলজলে ডুবিয়া যাক্—তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিই নাই। কিন্তু তাঁহার পাটরাণী যোধবাইএর মলিন মুখ দেখিলে তিনি ধরা অন্ধকার দেখিতেন। অত শৌর্য্য—বীর্য্য—গর্ব্ব—তেজ, সবই যেন তখনিই কোথায় ভাসিয়া যাইত।

সেতার আসিল। সম্রাজ্ঞীর আদেশে মেহের সেতার হাতে লইল। সেই চম্পকাঙ্গুলিপ্রতিহত হইয়া প্রত্যেক গ্রাম হইতে ষড়জ রেখাব গান্ধার ধৈবতের পঞ্চময় ঝঙ্কার উঠিল। মেহের গাহিল—

> বসন্ত চলিয়া গেলে, শুখাবে গুলাবরাশি,
> পাখী না গাহিবে গান, শ্যামতরু শিরে বসি।
> জীবনের সুখ যাহা, সেই সঙ্গে যাবে চলে,
> রহিবে করুণ শ্বাস ধরা ভরা—আঁখিজলে।
> কোথা হ'তে আসে, এই, কোকিলা পঞ্চমমাখা,
> বসন্ত চলিয়া গেলে—আর ত দিবে না দেখা॥

২

এস প্রেম! তুমি আমি, মিশে যাই প্রাণে প্রাণে,
এ জগত দুঃখে ভরা, চেওনা দুঃখের পানে।
বসন্ত চলিয়া গেলে—তবুও হাসিব মোরা,
সে হাসিতে—উজলিত হবে এ দুঃখের ধরা!

৩

উজল আলোক রাশি—আঁধারের বুক থেকে,
ফুটিয়া উঠিবে প্রাণে—সুখের ঝঙ্কার-মেখে;
অমিয় সঙ্গীতধারা, ঝরে যাবে চারিদিকে,
আবার উঠিবে জাগি—প্রতিধ্বনি বায়ুবুকে।

৪

বিরহ বিষাদ গাথা—গাহিব না এ জীবনে
যার দুঃখ তারি থাক্—চির সুখ মোরপ্রাণে,
তুমি যবে থাক কাছে—জগতে ডুবিয়া যায়,
শত চন্দ্র ভেসে উঠে—অমার নীলিমা গায়।
তুমি আমি নিয়ে ধরা, জ্ঞান হয় সদা মনে,
এস দোঁহে আজীবন—থাকি চেয়ে মুখপানে।*

*ওমার খায়েমের কবিতার অপটু অনুবাদ।

হিন্দুশাস্ত্র বলে—"সুর-ব্রহ্ম"। এ জগত ব্রহ্মময়—কাজেই ইহা সুরময়। যে ব্যক্তি প্রেমিক—ভাবুক, মনস্বী, ভগবদ্ভক্ত—সে এ জগতকে নানাবিধ সুরে অনুপ্রাণিত দেখে। কোথাও কালেংড়ায় আনন্দোচ্ছাস, কোথায় ভৈরবীর করুণ কাকলী—কোথাও বা আলেয়ার মৃদু ক্রন্দন, কোথাও নটনারায়ণের গুরুগম্ভীর হৃদয়-স্তম্ভনকারী মহানাদ—কোথাও দীপকের উজ্জল আভাময় রঙ্গবিকাশ—আর কোথাও বা মল্লারের মেঘমন্দ্রময় সুশীতল জীবনতোষিণী শক্তি!

এ জগতে প্রেমিক প্রেমিকা যেখানে মিলন-জনিত সোহাগে প্রফুল্ল-চিত্ত, সেখানে ললিত-বিভাসের আনন্দধারা বহিয়া যায়। যেখানে বিরহিণী, নায়কপ্রত্যাশায়, সুসজ্জিতা হইয়া, আশালোলুপ হৃদয়ে মিলনকামনার অপেক্ষা করিয়া, শেষে উপেক্ষা লাভ করে, সেখানে বিরহ-জনিত আলেয়া-ভৈরবীর করুণ ক্রন্দন। যেখানে ক্রোধের রুদ্রমূর্ত্তি—সেখানে দীপক পূর্ণ-জ্যোতিতে কজ্জ্বলিত। যেখানে, ক্ষমা, ঔদার্য্য, বিনয়—বিকাশ, সেখানে মল্লারের শীতল-সমীর-সম্পৃক্ত মধুর ধারা। আর যেখানে—যমের অত্যাচারজর্জ্জরিতা মাতা, ভগ্নী, সাধ্বী পত্নীর করুণ ক্রন্দন—সেখানে পাহাড়িয়া রাগিণীর পূর্ণ ঝঙ্কার!

তাই বলিতেছিলাম—সুরের বিলোপ হয় না—ব্রহ্মেরও বিলোপ নাই। ব্রহ্ম নিত্য—সুরও নিত্য। সমগ্র জগতের নরনারী ব্রহ্মকে রূপভেদে, আকারভেদে উপাসনা করে। জগতের এমন স্থান কোথায় আছে দেখাইতে পারেন কি—যেখানে সুররূপী ব্রহ্মের সমাদর নাই! বাদসাহ আমীর হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি দরিদ্র ভিখারি-ফকির পর্য্যন্ত, এই সুর-ব্রহ্মের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ। সমগ্র জড়-জগত এই সুরের স্তম্ভনশক্তিতে আত্মহারা। নির্দ্দয়হৃদয় নিষাদ কেবল সুরময় বংশী-বাদনেই, ভয়-চকিতা নিরীহা হরিণীর সর্ব্বনাশ করে। আর তুমি প্রেমিক-প্রেমিকা! তোমাদের বলিয়া রাখি, পাপিয়া কোয়েলা তোমাদেরই তৃপ্তির জন্য, সুরসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তাহাদের অস্তিত্ব বহন করিতেছে।

মেহেরের সুর থামিল, সুরের ঝঙ্কার থামিল, কম্পন থামিল, রহিল কেবল প্রতিধ্বনি! মূর্চ্ছনা থামিল, রাগ থামিল, গমক গিট্‌কারী থামিল—রহিল কেবল ব্রহ্মময়সুরের শক্তি। সেই স্থানে সমবেতা শত শত সুন্দরী, যেন সেই সুরে মন্ত্রমুগ্ধা। মেহের যে গান বন্ধ করিয়া

তাহার সেতারটাকে পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়াছে, সে সম্বন্ধে সকলেই জ্ঞানবিহীনা।

সম্রাট-মহিষী সর্ব্বপ্রথমে সম্বিত লাভ করিয়া বলিলেন—"গিয়াস-বেগম! সার্থক তুমি—সার্থক তোমার এই কন্যা! আমি রঙ্গমহলের অনেক সুগায়িকার মুখে এই ওমর-খায়েমের, হাফেজের সুন্দর সঙ্গীত শুনিয়াছি—কিন্তু স্বরের উন্মাদিনী শক্তি তোমার কন্যার কণ্ঠে যত, এরূপ আর কাহারও দেখি নাই।"

গিয়াস বেগম—বাদসাহের পাটরাণীর মুখে, তাঁহার কন্যার এই সুখ্যাতি শুনিয়া, মনে মনে বড়ই প্রহৃষ্ট হইলেন। বাদসা-বেগমকে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া আর যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল—তাহারা একবাক্যে বলিল—"আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই ঠিক। এরূপ মনোমুগ্ধকর চিত্ত-উদ্ভ্রান্তকারী সঙ্গীত আমরাও আর কখনও শুনি নাই।"

অতিরিক্ত প্রশংসাবাদে লজ্জায় আরক্তিমগণ্ড হইয়া গিয়াসকন্যা মেহের-উন্নিসা—সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে এক নিকটবর্ত্তী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

ভবিতব্যের গতি কে রোধ করিতে পারে? যাহা ঘটিবার—হইবার, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে ও হইবে।

মেহের আন্তরিক উত্তেজনাবশে, আত্মপ্রশংসায় লজ্জিতা হইয়া যে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—সেই খানেই তাহার সর্ব্বনাশের সূচনা হইল।

কিসে—ও কেন, তাহা আমরা পরে বলিব।

বিলাতী রঙ্গিনী।

(শ্রীভূপেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নদীগর্ভে ভীষণ মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার হইবার বহুদিন পরে,—মিঃ জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্সে'র সহিত মেরিয়াসের মিলন হইল! পাঠক! ঐ দেখুন সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে একটী পালঙ্কের উপর মেরিয়াস এবং ভিল্লিয়ার্স—পাশাপাশি বসিয়া রহিয়াছেন! কক্ষস্থিত উজ্জ্বল আলোকে মেরিয়াসের আনন্দোৎফুল্ল সুন্দর রক্তিমাভ মুখখানি যেন একটী পূর্ণবিকশিত রক্ত-কমলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল! মিঃ ভিল্লিয়ার্স—কতকাল, কতকাল বিচ্ছেদের পর প্রণয়িণীকে হৃদয়ে ধরিতে পারিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন! বাহুপাশে মেরিয়াসকে বেষ্টন করিয়া তিনি মধুর প্রেমপূর্ণ বচনে বলিলেন,—"মেরিয়াস! হৃদয়েশ্বরি! তোমাকে যে আবার কখনো বক্ষে ধারণ ক'র্ত্তে পার্ব্ব,—তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! তোমার জীবনের আশা আমি জন্মের মতনই পরিত্যাগ ক'রেছিলুম। অভাগার প্রতি জগদীশ্বরের অসীম দয়া! তাই তিনি আবার তোমাকে মিলিয়ে দিলেন!" এই বলিয়া যুবক যুবতীর মুখচুম্বন করিলেন! মেরিয়াস আবেশে অবশ দেহে মৃণালবাহুযুগলে মিঃ ভিল্লি-য়ার্সে'র কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে আনন্দে সমস্ত দুঃখ জ্বালা অবাধে সহ্য করেছি! কেবলমাত্র তোমারি সঙ্গে মিলনের আশায়—আমি প্রাণধারণ ক'রেছিলাম!

জগদীশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা ক'র্ত্তেম যে—যদি তোমার সঙ্গে মিলন হওয়া আমার দুরদৃষ্টে না লেখা থাকে,—তাহ'লে এ তুচ্ছ প্রাণ যেন শীঘ্রই যায়! এখন মনে হয়—আমার চেয়ে ভাগ্যবতী সুখী স্ত্রীলোক বুঝি এ জগতে নাই! এখন কেবল একটা ভয়—মিঃ স্মিথের সেই হত্যারহস্যের ব্যাপার নিয়ে! সকলেরই ধারণা—মিঃ স্মিথকে আমিই হত্যা ক'রেছি!"

"সে যা হবার পরে হবে! কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাক্ কি হয়—সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে! সে সব কথা এখন থাক্! শোন বলি—কাল মিঃ ডি, ক্লিফোর্ডের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল; আমি তাঁকে তোমার সমন্ধে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই ব'ল্লেম। শুনেই তো মিঃ ক্লিফোর্ডের আর আনন্দ ধরে না। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব'ল্লেন—"আপনি যেমন ক'রে পারেন মেরিয়াসকে আমাদের থিয়েটারে এনে দিন! নইলে আমাকে অতি শীঘ্রই এ ব্যবসা তুলে দিতে হবে! বল্'ব কি মশাই—যে দিন থেকে মেরিয়াস ছেড়ে গেছে—সে দিন থেকে একটা প্রাণীও আর গ্র্যাণ্ড্ সেলুনের টিকিট কেনে না,—একজন বড় লোকও থিয়েটার দেখতে আসে না! বুঝতেই তো পাচ্ছেন—আজ কাল তো আর থিয়েটারে অভিনয় দেখ্তে কেউ আসে না;—আসে কেবল—নামজাদা মেয়েমানুষ দেখ্তে! তা যাই হৌক্,—আপনার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল,—তখন খুব ভালই হ'ল! তা হ'লে আপনি হুকুম দিন—আগামী বুধবার থেকেই "মেরিয়াস সাজ্বে" ব'লে প্রচার করি?"

"তুমি কি সম্মত হ'লে নাকি?"

"পাগল! তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে—তোমাকে না ব'লে ক'রে—না জানিয়ে—আমি মত দোবো? কিন্তু কাল রাত্রে যখন আমি আমার থিয়েটার থেকে বাড়ী আস্ছিলুম, তখন পথে দেওয়ালের গায়ে খুব বড় বড় রঙ্গিন অক্ষরে বিজ্ঞাপন লেখা রয়েছে দেখ্লুম-

"মেরিয়াস হাসিয়া বলিল,—"তা হ'লেতো দেখ্‌ছি সাজ্‌তেই হবে, কি বল!"

তুমি যেমন বুঝবে তেম্‌নিই ক'রবে! আমি আর কি ব'ল্‌ব বল। তবে যদি আমার মত জিজ্ঞাসা কর, তা হ'লে স্পষ্ট বলি শোন,—আমার ইচ্ছে নয় যে তুমি আর অভিনয় কর! কেন? তা কি আর তোমার ব'ল্‌তে হবে? মেরিয়াস! মেরিয়াস! আমাকে সত্য বল, আর সন্দেহে রেখো না,—একটা স্পষ্ট কথা বল—তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী হবে কি না!" শেষোক্ত কথাগুলি মিঃ ভিল্লিয়ার্স যথেষ্ট আগ্রহের সহিতই বলিয়াছিলেন।

"আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য জর্জ্জ্! এখনও তুমি ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ? তুমি ভিন্ন এ পৃথিবীতে আর আমার কি গতি আছে? এত দুঃখে কষ্টে বিপদে—এত যত্ন ক'রে এ জীবন রেখেছি—সে তবে কার জন্যে! সে কি তোমার জন্যই নয়? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাসিনী মনে কর?"

"তাহ'লে মিঃ ক্লিকোর্ডসম্বন্ধে কি ক'র্কে বল ?"

"আমি তিন মাসের জন্য তাঁর থিয়েটারে অভিনয় ক'র্ব—তার পর কিছু অর্থের সংস্থান হ'লে জন্মের মতন এ কায ত্যাগ ক'র্ব্ব!"

"তা হ'লে এই বুধবার থেকেই অভিনয় কর্ব্বে ?"

"হাঁ। আর মিছে বিলম্ব ক'রে কি হবে!"

* * * *

বুধবারে গ্র্যাণ্ড সেলুনে মেরিয়াস লিভিংষ্টোনের নামে এরূপ ভীষণ জনতা হইয়াছিল যে পুলিশ আনাইয়া তবে শান্তিরক্ষা করিতে হইল! রঙ্গালয়েই যথার্থ তিল ধারণের স্থান ছিলনা! লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি স্থানাভাবে হতাশে ফিরিয়া গেলেন!

দর্শকবৃন্দ মেরিয়াসকে শুধু একটীবারমাত্র দেখিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিত লাগিল! মেরিয়াস্ অবতীর্ণ হইবামাত্রই ঘন ঘন করতালি,—শীস্,—নানারঙ্গের প্রশংসাসূচক কথা—মেজেতে ছড়ির আঘাতের শব্দে, রঙ্গালয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল? সে ভয়ঙ্কর গোলমাল থামাইতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট সময় অতিবাহিত হইল! মরি মরি! কি মন্মোহিনী সাজেই মেরিয়াস আজ অবতীর্ণ হইল! কি বীণাবিনিন্দিত মোহনস্বরে মেরিয়াস গান গাহিল! কি প্রাণোন্মাদকারিণী মনোহারিণী অঙ্গভঙ্গিমার সহিত মেরিয়াস নৃত্য করিল! দর্শকবৃন্দ যেন সকলে যথার্থ ই উন্মাদ হইয়া উঠিল!

মেরিয়াসের জন্যই একখানি সুন্দর গীতিনাট্য প্রণয়ণ করা হইয়াছিল, অদ্য তাহাই অভিনীত হইল! বলা বাহুল্য—মেরিয়াসই তাহার নায়িকা!

অভিনয় শেষ হইবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই দুইজন গোয়েন্দা একেবারে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া এবং কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই মেরিয়াসকে গ্রেপ্তার করিল।

পুলিশ দেখিয়া সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইল। মেরিয়াস জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কি? আমাকে ধ'চ্ছেন কেন?"

একজন গোয়েন্দা বলিল,—"তোমার নাম মিস্ মেরিয়াস্ লিভিং-ষ্টোন?"

"হাঁ।"

"মিঃ স্মিথের হত্যাপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইয়াছ!"

মেরিয়াস্ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"না—না—আমি তাঁকে খুন ক'রিনি! দোহাই ঈশ্বর,—আমি তাঁর হত্যার বিষয় কিছুই জানি না! আমি নির্দ্দোষ—"

"আমাদেরও তাই বিশ্বাস হয় বটে! কিন্তু কি ক'র্ব্ব বল? বিচারে প্রমাণ হওয়া চাই যে তুমি হত্যা করনি! এখানে আমাদের সাম্নে ব'লে ফল কি? এখন চল—আমাদের সঙ্গে যেতে হবে!" এই সময় মিঃ ক্লিফোর্ড তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে একজন গোয়েন্দা তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন।

মিঃ ক্লিফোর্ড বলিলেন, "তা—যাই হোক্! থিয়েটার শেষ হ'লে ওঁকে নিয়ে যাবেন,—আর আধঘণ্টা নিদেন অপেক্ষা করুন!"

সকলেই মহাগ্রহে একবাক্যে সেই বিষয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুলিশকর্ম্মচারীগণ বলিলেন,—"আমাদের প্রতি হুকুম এই যে—'একে দেখিবামাত্রই গ্রেপ্তার করে নিয়ে পুলিশে হাজির ক'র্ব্বে!" শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া মিঃ ক্লিফোর্ড চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জাহান্নমে যাক্! দাও যবনিকা ফেলে!"

সেই রাত্রে অভাগিনী মেরিয়াস হাজতে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমে মেরিয়াসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। সে দিন আদালতগৃহ রঙ্গালয়ের ন্যায় বিষম জনপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৈকালীন জলযোগের পর বিচারপতি খোস্ মেজাজে বিচারাসনে বসিলেন। কম্পিতদেহে অভাগিনী মেরিয়াস অপরাধীদিগের স্থানে দণ্ডায়মান হইল। তাহার সেই সুন্দর মুখখানি কালিমাময়,—আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল কোটর-প্রবিষ্ট, অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া উপস্থিত দর্শকমণ্ডল অন্তরে দুঃখদয়া প্রকাশপূর্ব্বক হৃদয়ের সহানুভূতি জ্ঞাপিত করিতে লাগিল।

বিচার আরম্ভ হইল। মেরিয়াস কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে বিচারপতির সম্মুখে আদ্যোপান্ত সকল কাহিনী অকপটে প্রকাশ করিল। সেই রাত্রে রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুনের জালপত্র, ব্ল্যাক আইভিসে গমন, তথায় একটী অন্ধকারময় নির্জ্জন কক্ষে অবরোধ, দস্যুকর্ত্তৃক উদ্ধার, পুনরায় দস্যুকবলে পতন,—নদীগর্ভে নিমগন, ইত্যাদি ইত্যাদি একটী কথাও মেরিয়াস বিচারপতির সম্মুখে নিবেদন করিতে ভুলিল না।

মেরিয়াসের করুণকাহিনী শুনিয়া বাস্তবিক বিচারপতির প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন উদ্যানরক্ষক মেরিয়াসের সেই গাত্রাবরণটী তাঁহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল,—তখন তাঁহার সন্দেহ যেন লক্ষগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং মিঃ জর্জ্জ উলিয়াস্ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কাউন্সেলগণ মেরিয়াসের রক্ষার্থে অনেক চেষ্টা করিলেও গাত্রাবরণখানি দেখিয়া অবধি বিচারপতি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—যে মেরিয়াস নির্দ্দোষী!

বিচারপতি জুরিগণ সমভিব্যাহারে পরামর্শের জন্ত গৃহে গমন করিলেন।

বিচারফল শুনিবার জন্ত সকলে যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণ অতীত হইল—তথাপি জুরিগণ ফিরিলেন না।

মিঃ জর্জ্জ্‌ ভিলিয়ার্সের সে সময়ের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা যথার্থই অসম্ভব! তাঁহার মনে কেবল অমঙ্গলেরই উদয় হইতেছিল!

আর মেরিয়াস! সে অভাগিনীর কি মনে হইতেছিল? প্রতিপদেই মৃত্যুর করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাহার নয়নপথে উদিত হইতেছিল। জীবনের সমস্ত আশাভরসা পরিত্যাগ করিয়া করুণাময় জগদীশ্বরে সে এক্ষণে আত্মনির্ভর করিল! প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে জুরিগণসহ বিচারপতি আসিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন—"মিঃ স্মিথের হত্যা-পরাধে মেরিয়াসের ফাঁসিতে মৃত্যু হইবে!" দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিবা-মাত্রই একটা ভীষণ চীৎকার করিয়া হতভাগিনী সেই কাঠ-গড়াতেই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। জেলরক্ষকগণ তাড়াতাড়ী সেই অচৈতন্ত দেহ লইয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিল! এই মর্ম্মভেদী হৃদয়বিদারক দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর নয়নে প্রবল বেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

জীবনসঙ্গিনীর ফাঁসির হুকুম শুনিয়া মিঃ ভিলিয়ার্সের বক্ষে যেন হঠাৎ একটা শেলাঘাত অনুভূত হইল! হতভাগ্য যন্ত্রণায় জ্ঞানশূন্য হইয়া তথায় পড়িয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মিঃ স্মিথের গুপ্তহত্যাকাহিনী বিদ্যুদ্বেগে সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইল। সংবাদপত্রে ধারাবাহিকরূপে কত দিন ধরিয়া কতপ্রকার অলঙ্কারশুদ্ধ সে কাহিনী প্রকাশিত হইতে লাগিল!

এখন কথাটা এই,—যথার্থ হত্যাকারী কে?

গোয়েন্দাশ্রেষ্ঠ মিঃ জিল্‌বার্ট হক্ ইহার প্রকৃত তথ্য অন্বেষণে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কার্য্যভার লইবার পর যদ্যপি হত্যার কিনারা না হয় এবং মেরিয়াসের ন্যায় একটী নিরপরাধিনী যুবতী যদি বিনা দোষে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে—তাহা হইল সে পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট একমাত্র দায়ী মিঃ জিল্‌বার্ট।

অনেক অনুসন্ধানের পর মিঃ জিল্‌বার্ট বুঝিয়াছিলেন যে এই হত্যার সহিত দস্যুতা জড়িত আছে! একটা প্রমাণ পাইয়া তিনি অনেকটা আশা পাইলেন। সেই উদ্যানের ফটকের নিকট হইতে তিনি একটা, খুব বোঝা শুদ্ধ গাড়ীর চাকার দাগ ধরিয়া বরাবর এক দিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং এইরূপে বহুপথ অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে একটী হোটেলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তখন সন্ধ্যা হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে হোটেলওয়ালা দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। মিঃ জিল্‌বার্ট তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—কতকগুলি বিকটমূর্ত্তি পুরুষ বসিয়া চা পান করিতেছে! জিল্‌বার্ট তাহাদের বলিলেন, "আমাকে বোধ হয় তোমরা চিন্‌তে পেরেছ—কি বল? তা সে কথা যাক্,—এখন বল দিকি সে দিন তোমাদের মধ্যে কোন্ কোন্ মহাত্মারা মিলে ডাকাতি ক'রে—লুটপাট ক'রে মিঃ স্মিথকে খুন করেছ?"

হঠাৎ মিঃ জিল্‌বার্টকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া দলস্থ

সকলেই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। কেহ কোনও উত্তর করিতে পারিল না।

মিঃ জিল্‌বার্ট পুনরায় বলিলেন, "অত ন্যাকা সেজে থাক্‌লে চল্‌ছে না! সত্য কথা ব'ল্‌তে হ'চ্ছে—বুঝ্‌লে? নয়তো আমি দলশুদ্ধ সকলকেই বেঁধে চালান দোবো! কে কে এ কাজ ক'রেছ—সত্যি বল!"

তখন দলপতি সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আজ্ঞে হুজুর—আমরা কেহই এ কাজ করিনি! র‍্যাল্‌ফের দল সে দিন বাগানবাড়ীতে লুট-পাট ক'র্ত্তে গিয়েছিল জানি,—তবে খুন করেছে কে,—তা ব'ল্‌তে পারি না।

মিঃ জিল্‌বার্ট তৎক্ষণাৎ র‍্যাল্‌ফের নাম লিখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় তাদের ধ'র্ত্তে পার্ব্ব?"

"লণ্ডনের—পাই ষ্ট্রীটে—সেই পুরোণো বাড়ীতে!"

"সত্য কথা বল্‌ছো না মিছে ধাপ্পা দিয়ে আমাকে একটু ভোগাবার মতলবে আছ? তা যদি হয় তা হ'লে বেশ জেনো—আমার হাতে এক দিন না এক দিন তোমাদের প'ড়তে হবে,—তখন সুদশুদ্ধ আদায় করে নোবো!"

"আজ্ঞে সে কি হুজুর! আমরা কি এমন আহাম্মক—যে কেউটে সাপ নিয়ে খেলা ক'র্ব্ব? ডাকাতি ক'রে র‍্যাল্‌ফ্ বরাবর পাই ষ্ট্রীটের দিকে গেছে জানি; তবে সে ব'ল্‌ছিল—কাল আমেরিকা যাত্রা ক'র্ব্বে!"

মিঃ জিল্‌বার্ট ভাবিলেন,—"যা ভেবে এখানে এসেছিলুম দেখ্‌ছি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ হ'ল! মনে খুব আশা হ'চ্ছে যে ডাকাইতটাকে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার ক'র্ত্তে পার্ব্ব!"

আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া জিল্‌বার্ট তৎক্ষণাৎ পাইষ্ট্রীটের সেই

বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন দস্যুসর্দ্দার র‍্যাল্‌ফ্‌ গৃহমধ্যে একাকী নিদ্রিত রহিয়াছে। জিল্‌বার্ট সেই অবসরে তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে তাহার শয্যার নিকট অগ্রসর হইল। কিন্তু তাহার অঙ্গ স্পর্শ না করিতেই সে দুর্দ্দান্ত দস্যু ভীষণ চীৎকার করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। জিল্‌বার্ট বুঝিলেন—"সহজে নরাধমকে বন্দী করিতে পারিব না!", এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দস্যুকে বলিলেন—"র‍্যাল্‌ফ্‌! এখনও ব'ল্‌ছি—হয় আমার বশ্যতা স্বীকার কর, নয় এই পিস্তলের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন কর!" র‍্যাল্‌ফ্‌ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়াই—একেবারে চক্ষের পলকের মধ্যে ব্যাঘ্রের মতন লাফাইয়া জিল্‌বার্টের উপর পতিত হইল—এবং সেই সঙ্গে পিস্তল জিল্‌বার্টের হস্তচ্যুত হইয়া ভূমিতে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটা বিকট আওয়াজ হইল।

তখন দস্যু র‍্যাল্‌ফের সহিত জিল্‌বার্টের ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই তুল্য বলশালী—সুতরাং সহজে কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিল না! মারামারী, ধস্তাধস্তী করিতে করিতে দুজনেই মাটীতে পড়িয়া ওলোটপালোট খাইতে লাগিল! উভয়েরই দেহ রক্তাক্ত হইয়া পড়িল—মাথা ফাটিয়া গেল—মুখচোখ কপাল ফুলিয়া উঠিল! কিছুক্ষণ পরে আবার দুই জনে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অজাগরের ন্যায় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল।

এই সময়ে কে এক জন পশ্চাৎ হইতে জিল্‌বার্টের মস্তকে একটী গুরুতর আঘাত করিল এবং সেই সঙ্গে জিল্‌বার্ট মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যু মহানন্দে সেই আঘাতকারীকে বলিল—"বাঃ—বেশ করেছ জেরি! বেশ লাগিয়েছ! ঠিক সময়ে ডাণ্ডা চালিয়েছ! আর একটু দেরী হ'লেই এখুনিই আমার হাতে লোহার বালা পরিয়ে দিত আর কি!

তা'হ'লে আর রক্ষা ছিল না!" আর বাক্যব্যয় না করিয়া র‍্যাল্ফ্ তাড়াতাড়ী একটী কৃষকের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া—"ভেন্‌চার" নামক জাহাজে উঠিতে চলিল।

তখনও জাহাজ ছাড়ে নাই। সমস্ত দিনটা র‍্যাল্ফ্ অগত্যা নীচের তলায় অতিবাহিত করিল। সন্ধ্যা হইলে,—আপাদমস্তক আবৃত করিয়া র‍্যাল্ফ্ উপরতলায় আসিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিল—"জাহাজ ছাড়িবে কখন?"

নাবিক বলিল "ভোর বেলা!"

শুনিয়া র‍্যাল্ফ্ আপন মনে বলিতে লাগিল "আর বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নেই। জাহাজে তন্ন তন্ন ক'রে সমস্ত দিনটা খুঁজে দেখেছি—একজনকেও তো কই গোয়েন্দার মতন দেখ্‌লুম না! আর কি! এই রাতটা কোন রকমে কাটাতে পাল্লেই আমি খালাস,—জাহাজ ছাড়লে—আর আমায় কে ধরে?"

"আমি!" ঠিক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি এই কথা বলিয়া উঠিল! "তোমায় ধ'র্ব্ব আমি। আমার প্রাণ থাকতে কি তোমার নিস্তার আছে?"

কথা শুনিয়া র‍্যাল্ফ্ মুখ ফিরাইল! সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকে জাহাজের ছাদে জিল্‌বার্টের মূর্ত্তি দেখিয়া র‍্যাল্ফের আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল! র‍্যাল্ফ্ দেখিল, জিল্‌বার্টের হস্তে পিস্তল, এবং তাহার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে!

জিল্‌বার্ট বলিলেন—"এবার যদি আর আত্মরক্ষার কোনও রকম চেষ্টা কর, তা'হ'লে এই দণ্ডেই তোমাকে হত্যা কর্ব্ব!" দস্যু তখন বিনীত হইয়া বলিল—"আমি ধরা দিচ্ছি—আমায় মারবেন না! এই নিন্—আমার হাত বাঁধুন!

মিঃ জিল্‌বার্ট তখন পিস্তল নামাইয়া তাহার হস্তধারণ করিতে

অগ্রসর হইলেন। ইত্যবসরে সেই নরাধম অকস্মাৎ নিজের বুক পকেট হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া মিঃ জিল্‌বার্টকে আঘাত করিল। জিল্‌বার্টও তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুঁড়িলেন! ভীষণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া দস্যু পড়িয়া গেল!

দস্যু যখন বুঝিতে পারিল যে তাহার জীবনের আর কোন আশা নাই—তখন অকপটে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল; বলিল—"সে হত-ভাগিনীর যদি কোনও উপকার হয়,—তা'হলে আমি নরকে গিয়েও শান্তি লাভ ক'র্ব্ব!"

সকলের সমক্ষে দস্যু বলিতে লাগিল—যে রাত্রে মেরিয়াস্‌কে মিঃ স্মিথ্‌ হরণ করিয়া লইয়া যায়,—সেই রাত্রে সে সদলে ব্ল্যাক আইভিসে দস্যুতা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মিঃ স্মিথের সঙ্গে উদ্যানে তাহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে—ধৃত হইবার আশঙ্কায়,—তাহারা সকলে যুক্তি করিয়া মিঃ স্মিথকে তথায় হত্যা করিয়া রাখিয়া আসে। বলিতে বলিতে দস্যুর কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল,—এবং প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিলাতী রঙ্গিণী মিস্ মেরিয়াসের জীবনকাহিনী—যথার্থই উপন্যাসের ন্যায় রহস্যপূর্ণ! মিঃ জিল্‌বার্টের যত্নে আজ তাহার প্রাণরক্ষা হইল শুনিয়া সহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মিঃ জিলবার্টের যশোগান গাহিতে লাগিল। সকলেই এক-বাক্যে জুরি ও বিচারপতির যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ—এমন সমস্ত লোকের হাতেও বিচারের ভার দিতে আছে? ছিঃ—"

আর মিঃ জর্জ ভিল্লিয়ার্স্? তাঁহার প্রাণে আজ যথার্থই আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। মেরিয়াস মুক্তিলাভ করিয়াছে,—এ কথা যেন তাঁহার অলীক স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল! বিচারপতিকর্ত্তৃক দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবার পর—কে কবে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণের আশা করিয়া থাকে! মেরিয়াসের ফাঁসি হইবে—শুনিয়া অবধিই তাঁহার দেহ যেন জন্মের মতন ভগ্ন ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল! এক্ষণে মেরিয়াসকে নিরাপদ দেখিয়া তাঁহার শরীরে যেন পুনরায় নবযৌবন ফিরিয়া আসিল! কারণ—শুধু তাঁহার চক্ষে নয়—জগতের চক্ষে মেরিয়াস আজ নিরপরাধিনী! পাঠক! অধ্যক্ষ এবং স্বত্বাধিকারী মিঃ বাউয়ার্স্‌কে মনে আছে কি? যাঁহার সম্প্রদায়ে মেরিয়াস্‌কে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিলেন—সেই মিঃ বাউয়ার্স আজকাল মেরিয়াসের চারিধারে নামডাক এবং অভিনয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া এবং মিঃ ক্লিফোর্ডের "রয়েল-গ্র্যাণ্ড সেলুনে" স্বচক্ষে তাঁহার অভিনয়চাতুর্য্য দেখিয়া—তাহাকে স্বসম্প্রদায়ভুক্তা করাইতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন! তিনি ভাবিলেন—"কোন রকমে যদি আবার মেরিয়াসকে দলে নিতে পারি, তাহ'লে আমার অদৃষ্টে যথার্থই সোণা ফলিতে থাকিবে!" এই ভাবিয়া তিনি স্বয়ং যাইয়া মেরিয়াসের নিকট এই বিষয় প্রস্তাব করিলেন!

মেরিয়াসের ন্যায় কৃতজ্ঞরমণী সংসারে অতীব বিরল! মিঃ বাউয়ার্সের অধীনে তাহার প্রথম কার্য্যশিক্ষা—মিঃ বাউয়ার্সই তাহার গুরু! তিনি যখন স্বয়ং আসিয়াছেন তখন অন্যত্র সহস্র প্রলোভন থাকিলেও মেরিয়াস ভাবিল, মিঃ বাউয়ার্সের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিতে সে চিরদিনই বাধ্য! তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই মেরিয়াস চাকুরী গ্রহণ করিল। মিঃ বাউয়ার্স "রয়েল গ্র্যাণ্ড সেলুনে" মেরিয়াস যে বেতন পাইত—তাহার দ্বিগুণ দিতে সম্মত হইয়া তাহাকে নিযুক্ত করিলেন।

পাঠক ! বোধ হয় বলিতে হইবে না,—মিঃ জর্জ্জ ভিল্লিয়াস্ মিস্ মেরিয়াসের পাণিগ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের বহুদিনের সাধ পূর্ণ করিল।

বিবাহের পরও মেরিয়াস্ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল; কারণ ইহা ভিন্ন সে দম্পতির অর্থাগমের আর অন্য কোনও উপায় ছিল না, এবং যথেষ্ট অর্থ না হইলে—স্বামীস্ত্রীর সুখসচ্ছন্দেই বা চলিবে কিসে? বিবাহের ছয় মাস পরে মেরিয়াস্ বুঝিল—তাহাকে অতি শীঘ্র সন্তান লালন পালন করিতে হইবে,—সুতরাং আর অভিনয় করা তাহার পক্ষে যথার্থই অসম্ভব! যথেষ্ট অর্থ এক্ষণে সুখী দম্পতির আয়ত্বাধীন। তাহার অর্দ্ধেক লইয়া মেরিয়াসের পরামর্শে মিঃ জর্জ্জ ভিল্লিয়ার্স লণ্ডন সহরে বৃহৎ একখানি দোকান খুলিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু অভিনয়কার্য্য জন্মের মতন পরিত্যাগ করিলেও লণ্ডনবাসীগণ বিলাতি রঙ্গিণীর ঘটনা-পূর্ণ জীবনের কাহিনী কেহই বিস্মৃত হইল না!

সমাপ্ত

তপোবল।

(শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল এম,এ বি,এল, সরস্বতী লিখিত।)

বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টির ন্যায় তপোবলও এক নূতন সৃষ্টি। রামায়ণে বিশ্বামিত্রের যে কাহিনী বর্ণিত আছে, তাহার সহিত তপোবলে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য থাকিলেও, কবি-প্রতিভায় তপোবল এক অভিনব বস্তু। পৌরাণিক নাটক রচনা করিতে হইলে, গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যান গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু নিজের প্রতিভা দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন সম্বচিত করিতেন। কখনও অভিনব ঘটনা সংযোজন, কখনও নূতন চরিত্রের অবতারণা, কখনও বা নূতন শিক্ষার উন্মেদ গিরিশচন্দ্র দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা তপোবল নাটক হইতে তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

রামায়ণে বর্ণিত বিশ্বামিত্র উপাখ্যান এই—বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সবলা ধেনুর অদ্ভুদ্ ক্ষমতা দর্শনে তাহা প্রার্থনা করেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় বলপূর্ব্বক "সবলা" হরণে উদ্যোগী হন। তখন সবলা অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করে। সেই সৈন্যেরা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে পরাজিত করে। বিশ্বামিত্রের শতপুত্র নিহত হয়।

গিরিশচন্দ্র 'তপোবলে' এ সকলই গ্রহণ করিয়াছেন। সবলার পরিবর্ত্তে বিশ্বামিত্রের লক্ষধেনু দান করিবার প্রস্তাব, ভূপতি পৃথিবীর সমুদয় রত্নের অধিকারী প্রভৃতি যুক্তিও রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

ইহার পরেই প্রভেদ। রামায়ণে আছে বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যায় বিবিধ অস্ত্রলাভ করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে আগমন করেন ও তাঁহার সহিত ঘোর যুদ্ধে রত হন। বশিষ্ঠ কেবলমাত্র ব্রহ্মদণ্ড দ্বারাই সকল

অস্ত্র নিবারণ করেন। বিশ্বামিত্র তখন বুঝিলেন ব্রহ্মবলই বল—ক্ষত্রিয় বল কিছুই নহে।

গিরিশচন্দ্র বিশ্বামিত্রের এই তপস্যার কথা উল্লেখ করেন নাই। একেবারেই বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের যুদ্ধ সঙ্ঘটিত করিয়াছেন। এরূপ করাতে নাটকীয় চরিত্রের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। বিশ্বামিত্র রাজ-বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি তপস্যাদ্বারা অস্ত্রলাভ করিয়া অবশ্য অসীম শক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু নাটকে এ ঘটনা বাহুল্যরূপে বর্ণনার কোনও প্রয়োজন নাই। ইহার পরের অংশ নাটকের সহিত অভিন্ন।

সশরীরে যাহা দ্বারা স্বর্গে গমন করিতে পারা যায়, এরূপ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠকে পুরোহিতরূপে বরণ করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছিলেন, তাই তিনি বশিষ্ঠপুত্রদের নিকট গমন করেন। কিন্তু সেখানে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির শাপগ্রস্ত হন। এই অংশ 'তপোবলে'ও আছে। তবে ত্রিশঙ্কুর বাক্যেই যে বশিষ্ঠপুত্রের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তাহা রামায়ণে নাই। বিশ্বামিত্র যজ্ঞসম্পাদনে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র বাধা দিলে নব স্বর্গ সৃজনের উদ্যম করেন। ব্রহ্মা তখন স্বয়ং আসিয়া বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত হইবার অনুরোধ করেন। রামায়ণে ত্রিশঙ্কু শূন্যপথেই চিরদিন রহিবেন—এই বিধান আছে। 'তপোবলে' নবস্বর্গে ত্রিশঙ্কু ও তৎপত্নী রাজপদ লাভ করিয়াছেন। ইহাতে বিশ্বামিত্রের সাফল্য সূচিত হইয়াছে। যদি শূন্যে নিম্নমুখে চিরদিন থাকাই শেষ বিধান হয়, তাহা হইলে ত্রিশঙ্কুর আর উপকার কি? বিশ্বামিত্রেরই বা প্রভাব কি? তাই কবি নূতন ধরণে এ চরিত্র ও ঘটনা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। বশিষ্ঠপুত্রদের শাপের বিবরণও রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

তপোবলে বর্ণিত কল্মাষপাদ রাজার রাক্ষসত্বপ্রাপ্তির কাহিনী রামায়ণে নাই। মেনকার দ্বারা বিশ্বামিত্রের প্রলোভন ও

শকুন্তলার জন্ম, রম্ভার পাষাণরূপে পরিণতি রামায়ণ ও তপোবলে সমান। তবে রম্ভার শাপমুক্তি বশিষ্ঠ-স্পর্শে হইবে রামায়ণে এই কথা আছে—তপোবলে সাধ্বীস্পর্শে তাহার মুক্তি বিহিত হইয়াছে।

অম্বরীষ-যজ্ঞও রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে বিশ্বামিত্র শুনঃসেফকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ প্রাণদানে উদ্যত হন নাই। কেবল মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই মন্ত্র পাঠে শুনঃসেফ উদ্ধার পায়। তপোবলে শরণাগত রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্র নিজ প্রাণদানে উদ্যত। গিরিশচন্দ্র এইখানে পৌরাণিক ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া নাটকীয় চরিত্রের উৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে মহাভারতবর্ণিত দুষ্মন্ত-চরিত্রের দোষ অপসারিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়র "কিং জন্" নাটকে রাজকুমারের মৃত্যু জন্‌কর্ত্তৃক সঙ্ঘটিত নহে দেখাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রের দোষক্ষালনের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আশ্রিতরক্ষণের মহিমা বর্ণনায় বিশ্বামিত্রের ছবি গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বামিত্রের মৃণালভক্ষণোদ্যোগস্থলে রামায়ণে অন্ন ভক্ষণের বিবরণ আছে।

এই টুকু মাত্র রামায়ণের ঘটনা। কিন্তু এই অবলম্বনে শিক্ষাপূর্ণ অপূর্ব্ব নাটক তপোবলের সৃষ্টি। বশিষ্ঠের মারণ-যজ্ঞ, কল্মাষপদ রাজার কাহিনী প্রভৃতি রামায়ণে নাই। নূতন চরিত্রাবলীই বা কতবিধ। রাজ-অনুগত সরলপ্রাণ কৌতুকরত সদানন্দ, বিদ্যাস্বরূপিণী অরুন্ধতী, সাধ্বী সুনেত্রা, বেদমাতা, বদরী সকল চরিত্রগুলিই অপূর্ব্ব ও নূতন সৃষ্টি।

এখন তপোবলের নূতনত্ব কোথায়? তপোবল কেবল উদ্দেশ্যহীন নাটক নহে। পৌরাণিক নাটক আখ্যা দিয়া অসংখ্য নাটক রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু সে গুলি নৃত্যগীতপূর্ণ পৌরাণিক

আখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুই একটি নাটকে চরিত্রচিত্রণ কৌশল পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু মৌলিক উপদেশদান এরূপ নাটকে দুর্লভ। গিরিশচন্দ্র তপোবল নাটকে যে উপদেশের অবতারণা করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত। সে উপদেশ এই—মানব সকলেই সমান। জাতি-বিচার নাই। হীন সংস্কার দূর করিয়া সদাচার অবলম্বনে সকলেরই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ হইতে পারে। কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তাহা নহে। তবে ব্রাহ্মণবংশে বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা ও সদাচারে দীক্ষিত হয়, তাই ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বাঞ্ছনীয়। তপোবলে সকলই সম্ভব। চিত্তের একাগ্রতা, ধ্যানাদি উপায়ে কলুষিত আত্মা পূত হইলে সকলেই উন্নত হইতে পারে। গলায় যজ্ঞোপবীত থাকিলেও কদাচারী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। সদাচারী নীচ ব্যক্তিও ব্রাহ্মণ।

এই উপদেশ নাটকের মূল। বিবিধ স্থল হইতে ইহা সমর্থিত হইতেছে।

"নাহিক বিচার—
ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র বা চণ্ডাল—
তপস্যায় ব্রহ্মত্ব লভিবে।
... ...
হেরিবে সংসার—আচার জাতির মূল।
হইলে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ—চণ্ডাল;
সদাচারী শবর—ব্রাহ্মণ।
শাস্ত্রমর্ম্ম, লুপ্ত যাহা অযথা ব্যাখ্যায়,
প্রচার করিব ভূমণ্ডলে।
বংশ-অভিমান নাহি রহিবে কাহার
তপের প্রভাব ব্যক্ত হবে তিন লোকে।"

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

"উচ্চতত্ত্ব বুঝিবে অবনী,
ব্রাহ্মণত্ব তপস্যা-অধীন।
বর্ণান্তরে জন্মি যদি উচ্চচেতা জন
করে আকিঞ্চন ব্রাহ্মণত্ব করিতে অর্জ্জন,
তপের প্রভাবে তাহা পড়িবে নিশ্চয়।
ব্যাপিয়ে সংসার, আছে সংস্কার,
ব্রাহ্মণ ঔরসে মাত্র জন্মান ব্রাহ্মণ।
আদর্শে আমার, হবে ভুবনে প্রচার,
শ্রেষ্ঠ নীচ আচারে মানব ;
তপাচারী যেই নর, ব্রাহ্মণত্ব তার।
শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আচারে ব্রাহ্মণ।
জন্ম লভি ব্রাহ্মণের ঘরে,
বাল্যাবধি সুদীক্ষিত হয় নিষ্ঠাচারে,
এই মাত্র বিপ্রগৃহে জনমে গৌরব।
এই সত্য অবনীতে হইলে প্রচার,
নিশ্চয় হইবে, ধাতা, উন্নত সংসার।"

[পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

নরত্ব দুর্লভ অতি বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ দৃঢ় সহায় জীবনে ;
প্রভাবে যাহার,
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত ;
জন্মে আত্মবোধ,

ঘুচে তার জনম-মরণ-ভ্রম;
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে
তপোবলে করে আরোহণ।
... ...
হীন জন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
... ...
তপ, তপ, হও তপাচারী।

[পঞ্চম অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান অতি উচ্চে। যে দিন যাগযজ্ঞবিধানে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিত, যে দিন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ নগ্নপদ ব্রাহ্মণ দেখিয়া সসম্ভ্রমে সিংহাসন ত্যাগ করিতেন, সেই দিন হইতে আজ উপেক্ষিত, দরিদ্র ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজে নিজ প্রাধান্য রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অনেকের বিশ্বাস ব্রাহ্মণ শাস্ত্র-প্রণেতা নিজের সুবিধা রাখিয়া পরের বেলায় কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন। আচ্ছা তাহাই জানিয়া লইলাম। কিন্তু ব্রাহ্মণ কে? কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব? গলায় যজ্ঞোপবীত থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় না, গিরিশচন্দ্র তাহা বলিয়াছেন। সকলেই তপোবলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, গিরিশচন্দ্র তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিরূপ? তাহার লক্ষণ কি?

আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র দেখাইতে বশিষ্ঠের সৃষ্টি। "শম, দম, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ যাতে প্রকাশ, সেই-ই ব্রাহ্মণ।" [৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক] বল-পূর্ব্বক ধেনুহরণে বিশ্বামিত্র আদেশ দিলেন, অসংখ্য সৈন্য লইয়া সেনাপতি বশিষ্ঠের ধেনুহরণে অগ্রসর। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কি

বলিলেন? বলিলেন "মহারাজের জয় হোক্!" কি অপূর্ব্ব চরিত্র। ক্ষমার কি অদ্ভুত বিকাশ! "ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহ্মণের বল—ক্ষমা।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক] আত্মরক্ষার জন্য ব্রহ্মদণ্ডে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র নিবারণ করিলেন, তপোবনে কামধেনুর প্রভাবে সৃষ্ট সৈন্য দ্বারা বিশ্বামিত্রের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল, বশিষ্ঠ তাহাতে অনুতপ্ত। "ব্রাহ্মণের ... ... আত্মরক্ষায় অধিকার নাই। মায়ামোহের আবাস এই পাঞ্চভৌতিক দেহ রক্ষার নিমিত্ত কোটি কোটি নরহত্যা, রাজপুত্র হত্যা দ্বারা, রুধিরে তপোবন কলুষিত কর্'লেম, এর প্রায়শ্চিত্ত নিতান্ত প্রয়োজন।" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক] ব্রাহ্মণের ব্রত এত কঠিন! "ব্রাহ্মণ পরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্'বে, পরের পাপ গ্রহণ ক'র্বে, আপনার পাপ কর্ম্মফলভোগ দ্বারা শান্তি কর্বে। ব্রাহ্মণের শান্তি-জ্ঞানার্জ্জন, কর্ম্মফল অপ্রতীকার পূর্ব্বক সহ করা।" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক] রাক্ষসরূপী কল্মাষপাদ বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করিয়াছে, বশিষ্ঠের গর্ভবতী পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে ভক্ষণ করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছে—বশিষ্ঠ এ দৃশ্য দেখিলেন, এক ইঙ্গিতে শত শত কল্মাষপাদ ভস্মীভূত হইয়া যাইত। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? শতপুত্র-হন্তা সম্মুখে, পুত্রবধূর আক্রমণকারী সম্মুখে—আততায়ী সম্মুখে—বশিষ্ঠ কমণ্ডলুর জলে রাজার রাক্ষস-প্রকৃতি দূর করিলেন। রাজাকে নিজরূপ ফিরাইয়া দিলেন। রাজার পাপমুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এ দৃশ্য দেখিয়া কল্মাষপাদের "জগতে ব্রাহ্মণই প্রত্যক্ষ দেবতা! ঈশ্বরের ক্ষমাশক্তি, ব্রাহ্মণরূপে জগতে অবতীর্ণ। হে ব্রাহ্মণ, তোমার পাদ-স্পর্শে পৃথিবী পবিত্র! ক্ষমাগুণে তুমি ত্রিলোকপূজ্য, তুমি দেবপ্রিয়, দেব মান্য! তুমি সৃজন-শক্তিতে ব্রহ্মা, পালনশক্তিতে বিষ্ণু, তোমার সংহার-শক্তি দেবদেব মহাদেবতুল্য; কিন্তু তোমার ক্ষমা-শক্তির তুলনা ত্রিসংসারে নাই।" [৩য় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক] উক্তি কি

অত্যুক্তি মনে হয় ? এ দৃশ্য দেখিয়া কয়জন সাহস করিয়া বলিতে পারে, আমি ব্রাহ্মণ ?

আর সেই শেষ দৃশ্য—যেখানে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করাতে বশিষ্ঠ নিজ মৃত্যুসঙ্ঘটনকারী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন—সেই দৃশ্য স্মরণ করুন। হোমানল প্রজ্বলিত, প্রফুল্লবদন বশিষ্ঠ নিজ মৃত্যুর আহুতি দিতেছেন—"বশিষ্ঠ-নিধন স্বাহা।" কি অদ্ভুত চরিত্র—জগতে এ কাহিনীর তুলনা নাই। জগতে এ মহাবাণীর সমকক্ষ নাই। কা'র সাধ্য বশিষ্ঠকে এ যজ্ঞে আসিতে নিষেধ করে ? অরুন্ধতী বলিতেছেন—"করুণায় ব্রাহ্মণ কোমল-হৃদয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞায় মেরুর ন্যায় অটল। যদি তিনলোক একত্রিত হ'য়ে প্রভুকে নিবারণ ক'র্‌তো, তথাচ তিনি যজ্ঞে যেতে বিরত হ'তেন না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বাক্যেও ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন না। ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, তাঁর সত্যভঙ্গ হওয়া অসম্ভব।" [৫ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক]।

এখন কে ব্রাহ্মণ হইতে চাও বল ? ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। "ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেও চণ্ডাল হয়। ব্রাহ্মণপুত্র গৌতম চণ্ডাল হ'য়েছিল। তা'র কৃতঘ্নতায় শৃগাল কুক্কুরে তা'র মাংস ভক্ষণ করে নাই। কার্য্যে ব্রাহ্মণচণ্ডাল প্রভেদ। আত্মা সবার সমান। যে তপস্যায় আত্মদর্শন করে সেই-ই ব্রাহ্মণ ; নচেৎ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মে দুগাছা সুতো গলায় দিয়ে 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ' ক'র্‌লে কি ব্রাহ্মণ হয় ?" [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক] বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন,—তাঁহাকে কত তপস্যা করিতে হইয়াছিল! ব্রাহ্মণ হওয়া সুখের কথা নয়। "ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি যদ্যপি তা'রা জান্‌তো যে ব্রাহ্মণ কি কঠোর নিয়মাধীন—ভোগসুখবর্জ্জিত হ'য়ে দিবারাত্র কি কঠোর সাধনা তা'র কর্ত্তব্য—আততায়ী শত্রুর প্রতিও কিরূপ দয়া প্রকাশ তা'র উচিত—কিরূপ ক্ষমাশীলতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব—এ সমস্ত

যদি অন্ত বর্ণাশ্রম অবগত হ'ত, তাহ'লে কদাচ ব্রাহ্মণ হবার কামনা করতো না।" [৩য় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]।

ব্রাহ্মণের কঠোরতা ও আত্মত্যাগের কথা সদানন্দও অবগত। সে বলিতেছে "কেউ এসে ব'লবেন্ 'ঠাকুর আজ উপবাস করে থাকো, রাত্রে লক্ষ্মীপূজা করতে হবে'। কেউ ফরমাস কর্‌বেন 'আমার বাপের পিণ্ডি খাবাও'। ক্ষিদের পেট জ্বলে ভিরুমিই যাও আর যাই করো—সন্ধ্যে আহ্নিক না করে মুখে কিছু দিতে পাচ্চ না। শীত নাই, বর্ষা নাই, ভোরে ডুব ফুঁড়ে কম্‌তো কম্ পঞ্চাস কোশা জল মরা বাপের নাম ক'রে ঢাল।" [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক]. এই সদানন্দ বলিতেছে "বালক রক্ষার্থে —ঋষিরক্ষার্থে দেহদানে আমি কাতর নই। আমি বিস্মৃত নই যে ব্রাহ্মণই লোকহিতার্থে ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণের জন্য অস্থি প্রদান করেছিলেন, যে রাত্রে বৃত্রাসুর বধ হয়। আমিও সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করি, আমিও রাজর্ষি রক্ষার্থ, বালক রক্ষার্থ মুণ্ড প্রদান কর্‌বো।" [৪র্থ অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক]।

এখন বুঝিলাম "ব্রাহ্মণের জীবন কি কঠোরতাপূর্ণ! অন্যান্ত বর্ণ ব্রাহ্মণের ঈর্ষা করে, তারা জানে না যে নিরবচ্ছিন্ন কণ্টকাকীর্ণ পথে ব্রাহ্মণের গমনাগমন। বিরামহীন কার্য্য, আত্মত্যাগ কার্য্য, রহিতসাধন কার্য্য—সে কার্য্যে কায়মনোপ্রাণ বিসর্জ্জন ব্রাহ্মণের আজীবন ব্রত।" [৫ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক] এখন বুঝিলাম কেন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের এত প্রতিষ্ঠা! এখন বুঝিলাম নিম্নোদ্ধৃত ব্রাহ্মণের স্তব সার্থক—

"ব্রহ্মবিদ্, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয়-আসনা
অজ্ঞানতমবারণ, পদরজ ভবতারণ।
উদারচেতা, বিধাননেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,

পূর্ণকাম আত্মারাম, প্রেমে আত্মা নন্দন,
দুষ্কৃতি-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদ-যুগসরোজ ব্রাহ্মণ ॥”

[৫ম অঙ্ক—শেষ দৃশ্য।

এইরূপ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বিশ্বামিত্র উদ্যত; কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি বিশ্বামিত্রের অন্তরে আধিপত্য করিতেছে; যে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বশিষ্ঠের ধেনুহরণে উদ্যত হন, সেই লোভই তাঁহার অবশীভূত চিত্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই লোভেই তাঁহার উন্নতি। লোভী হইলেও তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল। বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে, বশিষ্ঠ তাঁহাকে ধেনুদান করিতে চাহিলেন,—কিন্তু বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি বশিষ্ঠের সমকক্ষ হইতে পারেন তবেই আবার তাঁহার সম্মুখীন হবেন। ব্রহ্মণ্যদেবের বচনে তাঁহার তপস্যায় মতি হইল। তিনি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

বেদমাতা বিশ্বামিত্রকে তপস্যা করিতে উপদেশ দেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই—তপস্যা কি? তপস্যার প্রয়োজনই বা কি? ইহার উত্তর বেদমাতা দিয়াছেন,—

“শুন বৎস, চঞ্চল মানব মন,
সংযম কারণ, তপ প্রয়োজন;
যথাযোগ্য অনুষ্ঠান বিনা,
সংযম না হয় কদাচন।
রসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় বর্জ্জন—
প্রথম সোপান তপস্যায়।
তপঃ বিঘ্ন—চিত্তের বিক্ষেপ।

ইন্দ্রিয়াদি না হ'লে দমন,
সুখ-দুঃখ মাঝে দোলে মন,
সংযম না হয় তার।
সেই হেতু তরুর সমান,
শীত, তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বরিষার বারি,
তাপসের সহ্য প্রয়োজন।
করে তরু, বায়ু হ'তে আহার সংগ্রহ,
বায়ুভক্ষ্য তরুসম তাপস-জীবন;
তরুসম কঠোর আচারে
হয়, বৎস, তপস্যার পথে অগ্রসর।"

[১ম অঙ্ক ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

কেহ যেন না মনে করে এ কঠোর ব্রত সকলের সুসাধ্য নহে। তাই বেদমাতা বলিতেছেন,—

"মনের প্রকৃতি, বৎস, অজ্ঞাত তোমার,
সেই হেতু হয় তব ডর।
ভ্রমবশে ভাবে মন আমি অতি ক্ষীণ,
সুখ-দুঃখ শীত-তাপাধীন;
কিন্তু যবে হয় উদ্বোধন,
আপনারে জানে যবে মন,
বুঝে—আমি মহাশক্তিমান্।"

[১ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।]

তপস্যার ফলস্বরূপ বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইলেন। রজোগুণে তাঁহার সৃজনক্ষমতা উৎপন্ন হইল। ত্রিশঙ্কু আশ্রয় ভিক্ষা করিলে বিশ্বামিত্র তাহাকে অভয় দিলেন। আশ্রিতের তরে যে সচেষ্ট ত্রিভুবনে কাহার

সাধ্য তাহাকে নিবারণ করে? এই আশ্রিত-রক্ষণ-মহিমা গিরিশচন্দ্র 'পাণ্ডব গৌরবে' দেখাইয়াছেন। আশ্রিতকে রক্ষা করিতে গিয়া বিশ্বামিত্র ব্রহ্মশাপগ্রস্ত চণ্ডালবেশী ত্রিশঙ্কুর জন্য নবস্বর্গ নির্ম্মাণ করিতেও বাধা পাইলেন না। ধর্ম্মের এই প্রভাব!

এইখানে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। খর্জ্জুর, রম্ভা, আতা, কুষ্মাণ্ড, পলাণ্ডু, মাষকলাই, প্রভৃতি নূতন সৃষ্টি বিশ্বামিত্রের তপোবলের পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক বলিবেন—ইহা কি সম্ভব? কেহ বা বলিবেন—ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি ক্ষমতা কি মানবে আছে? বিশ্বামিত্রের নব নক্ষত্রমণ্ডল সৃজনই বা কি? এইখানে গিরিশচন্দ্র যেরূপ সুন্দর সমাধান করিয়াছেন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, অন্য কোন বাঙ্গালা নাটকে বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত পৌরাণিক ঘটনার এরূপ সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হয় নাই। যাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ভাষায় নাটকাবলী এ পর্য্যন্ত উন্নতির পথে অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, যাঁহারা বাঙ্গালা নাটকাবলী বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী পাঠ না করিয়া বাঙ্গালা নাটকসম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনুরোধ করি, কেবলমাত্র 'তপোবন' খানি পাঠ করুন। চরিত্র সৃষ্টির সহিত নাটকীয় আখ্যানের গতি, নাট্যামোদের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের এরূপ সরল ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভেদ দেখুন—তাহার পর বাঙ্গালা নাটকসম্বন্ধে ও গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাসম্বন্ধে মন্তব্যপ্রকাশ করিবেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তাই গিরিশচন্দ্রকে পরিচিত করাইতে হয়। গিরিশচন্দ্রের রচনাসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অথচ বঙ্গসাহিত্যে ধুরন্ধর বলিয়া পরিচিত পাণ্ডিত্যাভিমানীগণের অভাব নাই। বড় দুঃখেই এ কথা বলিতে হইল।

এখন আমরা গিরিশচন্দ্র কর্তৃক বিশ্বামিত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করি। ব্রহ্মা বলিতেছেন,—

"সৃষ্ট বস্তু আমার রয়েছে যে সকল,
বিশ্বামিত্র সৃজিত ফুলফল,
জেন' মাত্র তাহারি বিকাশ !
ক্রমবিকাশের ক্রম-শক্তির নিয়ম।
কলিযুগে রহস্য হেরিবে, বিজ্ঞান-প্রভাবে,
নব ফলপুষ্প কত মানব সৃজিবে ;
সে বিজ্ঞান জড়জ্ঞানে শক্তি আরাধনা।
জড়শক্তি বিশ্বামিত্র ক'রেছ অর্জ্জন,
প্রকৃত সাধক যাহা না করে গ্রহণ।

... ...

হের যেই অগণন নক্ষত্র সৃজনে

... ...

হইয়াছে মানবের হিতের কারণ,
এ সকল নক্ষত্রমণ্ডল।
যেই স্থল করিবে উজ্জ্বল,
রহিবে তুষার।পূর্ণ সদা।
আলোকিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলে
নরের বসতি যোগ্য হবে,
নহে অর্দ্ধবর্ষ ঘোর অন্ধকারে
মরিবে, যে রবে এই স্থানে!"

[২য় অঙ্ক, ৮ম গর্ভাঙ্ক]

ইহার প্রথম অংশে Theory of Evolution এর উল্লেখ আছে। এক বস্তুই ক্রম পরিণতিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। তাহাতে এমন বুঝায় না যে নূতন সৃষ্ট কিছু হইল। ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থই বিবিধরূপে রূপান্তরিত হইয়া নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু মূলবস্তু তাহার

বিদ্যমান আছে। আজকাল বৈজ্ঞানিক বিবিধ কৌশলে বৃহদাকারের ফুল বা ফল জন্মাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন ফলের বা স্বাদ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন,তাহা নূতন সৃষ্টি নহে, ঈশ্বর সৃষ্ট পদার্থেরই রূপান্তর মাত্র। সুতরাং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি অসম্ভব নহে। মেরুপ্রদেশে ছয় মাস রাত্রি, ছয় মাস দিন। ছয় মাস রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে কার্য্য করা অসম্ভব ; তাই সেখানে অরোরা বোরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) বিদ্যমান। এই সূর্য্যসম প্রদীপ্ত জ্যোতিঃকে নক্ষত্রমণ্ডল কল্পনা করা অসম্ভব নয়।

বিশ্বামিত্র আশ্রিত রক্ষার্থ এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইলেন। তপস্যায় তাঁহার পত্নী সুনেত্রা তাঁহার সহচারিণী রহিয়াছে, তথাপি তিনি ব্রহ্মচারী, এই জন্য তাঁহার মনে অহঙ্কার হইল যে তিনি কামজয় করিয়াছেন। এই অহঙ্কারেই তাঁহার পতন হইল। মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে তাই শকুন্তলার জন্ম।

এই পত্নী কাছে থাকিলেও ব্রহ্মচর্য্যরক্ষা রামায়ণে নাই। বরং তাহাতে আছে, এই সময় বিশ্বামিত্রের চারি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। গিরিশচন্দ্র এস্থল পরিবর্ত্তিত করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি দেখাইলেন, চিত্ত দমন করা সহজ নয়। এতদিন কঠোর তপেও বিশ্বামিত্রের কাম দূর হয় নাই। পাঠক স্মরণ করিবেন, ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এক-দিন কামজয়ী বলিয়া মনে করাতে প্রবল রিপুপীড়নে কাতর হন। তাঁহার অমানুষিক শক্তি, অলৌকিক চিত্তদমনক্ষমতা, তাই তিনি মনকে বশ করিতে পারিয়াছিলেন। অন্যে প্রবৃত্তির স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহা কে জানে?

আরও এক কথা—ভোগ বাসনার ক্ষয় হয় না। গিরিশচন্দ্র এই স্থলে তাহাও দেখাইলেন। দশ বর্ষের পর বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হইল। তখন আবার তিনি কঠোর তপস্যায় রত হইলেন।

প্রথমে লোভ ছিল; ধেনুহরণে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহার পর অহঙ্কার জন্মে—অহঙ্কার গেল—কামবাসনার বন্যা বহিতে লাগিল। শেষে কামও গেল। এখনও চিত্ত নির্ম্মল নয়। বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। রম্ভা তাঁহাকে মোহিত করিতে আসিল। তখন দ্বিতীয় রিপু ক্রোধ বিশ্বামিত্রকে আচ্ছন্ন করিল। তিনি রম্ভাকে অভি-শাপ প্রদান করিলেন। এই ক্রোধে তাঁহার উন্নতির দিন বহুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

তার পর অনুতাপ। বিশ্বামিত্র বুঝিলেন প্রতিহিংসা তাঁহার হৃদয়ে ছিল। সে বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন। ইহার পর পরহিতার্থে আত্মোৎসর্গ করিলেন। শুনঃসেককে রক্ষার্থ নিজ প্রাণ দিতে গেলেন। নিজ মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়াও কেবল মাত্র সম্বল মৃণালখণ্ড ইন্দ্রকে দান করিলেন। তখনও সম্পূর্ণ উন্নতি হয় নাই। অবশেষে শেষ দৃশ্যে যজ্ঞস্থলে তাঁহার সম্পূর্ণ উন্নতি হইল। বশিষ্ঠকে করতলে পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিন তাঁহার উন্নতির চরমসীমা লাভ হইল। সেই দিন হইতে তিনি ব্রহ্মর্ষি হইলেন।

বিশ্বামিত্রের অপূর্ব্ব ক্ষমতালাভপ্রসঙ্গে আমরা কি বুঝি? রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন, "মা ছেলেকে নানা খেলনা দিয়া ভুলাইতে চায়, যে ছেলে তাহা পাইয়া ভুলিয়া যায়, মা আর তাহার নিকট যান না, কিন্তু সে সকল খেলনা ফেলিয়া যে কাঁদিতে থাকে, মা গিয়া তাহাকে কোলে লন।" বিশ্বামিত্রও যতদিন জড়শক্তির উপর আধিপত্য করিয়া গর্ব্বিত হইতেছিলেন, ততদিন তাঁহার মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু পরে যখন বুঝিলেন যোগৈশ্বর্য্য লাভে কেবল অভিমান বৃদ্ধি হয়, তখন ব্রহ্মাকে বলিলেন" যদি বর প্রদান ক'র্‌বেন, আমার এক প্রার্থনা, তপস্যায় আমি যে যোগৈশ্বর্য্য লাভ করেছি, সেই যোগৈশ্বর্য্য গ্রহণ করে আমায় ঐশ্বর্য্যবিহীন করুন।" [৫ম অঙ্ক,২য় গর্ভাঙ্ক] সেই

দিন হইতে তিনি—প্রকৃত সাধক যে পথ অবলম্বন করে—সেই পথে চলিলেন ও পরিশেষে নিজ ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ-বাসনা চরিতার্থ করিলেন।

'তপোবলে' বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই দুইটিই প্রধান চরিত্র। অপরাপর চরিত্রের বিশদ সমালোচনার স্থানাভাব ; তবে সুমিত্রা ও সদানন্দ সম্বন্ধে কিছু না বলিলে নয়। এই দুইটি চরিত্রই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি ; দুইটিই অপূর্ব্ব। সাধ্বী সুনেত্রা স্বপ্নে পতির তাপসবেশ দেখিয়াছেন : স্বপ্নদৃষ্টা রমণী তাঁহাকে তপস্যায় রত হইতে বলিতেছে। পরিচয় না দিয়া গোপনে বিশ্বামিত্রের সেবা করিতেন। পুষ্প আহরণ করিতেন,বারি আনয়ন করিতেন, স্থান মার্জ্জনা করিতেন। যখন বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে আশ্রয় দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, তখন সুনেত্রাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া শরণাগত রক্ষার মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিলেন। বিশ্বামিত্রকে মেনকা মুগ্ধ করিল। বিশ্বামিত্র সুনেত্রাকে রাজ্যে ফিরিতে বলিলেন। এ অবস্থায় ও স্বামী-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়জ্ঞানে সুনেত্রা সে স্থল ত্যাগ করিল। কিন্তু সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিসে স্বামীর মঙ্গল হয়। স্বামীর দেহ পূত করিতে নিজদেহ অনলে সমর্পিত করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অগ্নিদেব প্রসন্ন হইলেন। তখন বুঝিলাম সুনেত্রা সামান্য রমণী নয়। সুনেত্রা পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে নয়, তাই সে প্রস্তররূপিণী রম্ভার জীবনদানে কুণ্ঠিত হইল না। বলিল "যে তাপিত, যথাসাধ্য তার তাপ বিমোচন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পাপীর বিচারকর্ত্তা আমরা নই, কিন্তু সকল দেহেই নারায়ণ জ্ঞানে, সকলের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য।"[৪র্থ অঙ্ক, ৬ষ্ঠ গর্ভাঙ্ক] ধন্য সুনেত্রা ! ধন্য তোমার সেবাব্রত !

যেই জন পুণ্যবান্, কে না তারে ভালবাসে
তাহাতে মহত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম-অবতার।

তাই সাধ্বী সুনেত্রা নরমেধ যজ্ঞে স্বামীর সহায়তা করিলেন। তাই সেই ব্রহ্মহত্যা করিতে উন্মত্ত বিশ্বামিত্রকে ফিরাইতে পারিয়াছিল। এরূপ সহধর্ম্মিণী সহায় থাকিলে কি না সম্ভব? ব্রহ্মর্ষিত্বলাভ ত' তুচ্ছ!

আর সদানন্দ! পাঠক! সংস্কৃত নাটকের সেই সুপরিচিত বিদূষক-গুলিকে স্মরণ করুন। বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে বিদূষকের লক্ষণ করিয়াছেন—

"কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতিঃ বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥"

'স্বকর্ম্ম' অর্থে তিনি 'ভোজনাদি' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত নাটক-সমূহে বিদূষকমাত্রেই ভোজনলোলুপ। অভিজ্ঞান শকুন্তলার মাধব হইতে আরম্ভ করিয়া রত্নাবলীর বসন্তকটি পর্য্যন্ত ভোজনপটু। গিরিশচন্দ্রও বিদূষক সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কেবল ভোজনপটুতাই তাঁহার বিদূষকের একমাত্র গুণ নহে। 'নলদময়ন্তী' নাটকে ভোজন পটু বিদূষক ছদ্মবেশে দেশে দেশে নলের অনুসন্ধান করিয়াছিল। 'তপো-বনে' সদানন্দও বিশ্বামিত্রের অকৃত্রিম সুহৃৎ। সরলপ্রাণ ব্রাহ্মণ উদরজ্বালায় পীড়িত হইলেও হৃদয়ের উচ্চভাব বিসর্জ্জন করে নাই। যখন তপোবনে বিভীষিকা, বিশ্বামিত্রের শত পুত্র হত, বিশ্বামিত্রের ভস্ম হইবার সম্ভাবনা, তখন সদানন্দ ভীত নয়, পলায়নে সচেষ্ট নয়, বলি-তেছে "রাজার সঙ্গে অনেক চর্ব্ব্যচোষ্য আহার হয়েছে, নানা রাজপরি-চ্ছদ ধারণ করা হইয়াছে, নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদ হয়েছে; শেষটা পোড়বার পালা, ওটা আর বাকী রাখ্‌ছি নে।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক] 'নলদময়ন্তী'র বিদূষক নলকে খুজিতে গিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল। সদানন্দও বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘোর অরণ্যে যাইতে কুণ্ঠিত নহে, বিশ্বামিত্রের মতি ফিরাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা

করিল। সদানন্দের রহস্য-পটুতা দ্বিতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে পরিস্ফুট। তাহার চাতুরী শুনঃসেফের রক্ষীদ্বয়ের প্রতারণা হইতেই বুঝা যায়। তাহার করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণ শুনঃসেফের প্রতি স্নেহে প্রকাশ। বিশ্বামিত্রের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অম্বরীষ-যজ্ঞে প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে বিশ্বামিত্রের সহিত সদানন্দ প্রাণ দিতে অগ্রসর। এ অনুরাগের কি পুরস্কার নাই? অবশ্যই আছে। ব্রহ্মণ্যদেব নিজে আসিয়া তাহাকে গায়ত্রী মন্ত্র শুনাইলেন, তাহার একমাত্র দোষ উদরপরায়ণতা দূর হইয়া গেল। বেদমাতা তাহার হৃদয়ে আবির্ভূতা হইলেন। তাহার মানবজীবন সফল হইল।

এই নাটকে তিনটি রাজা ত্রিশঙ্কু, কল্মাষপাদ ও অম্বরীষ, তিন জনের চরিত্রই পৃথক্। ত্রিশঙ্কু পরিহাসেও কখন মিথ্যা বলেন নাই। বহু যাগ যজ্ঞে অসীম পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার ছিল—তাহাতেই পতন হয়। কল্মাষপাদ উদ্ধত প্রকৃতি। মানীর মান রাখেন না। যাহার ক্ষমতা দেখেন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন। বশিষ্ঠের দয়ার পরে তাঁহার জ্ঞান জন্মে। অম্বরীষের পুরোহিতের প্রতি একান্ত নির্ভর, তিনি যাহা বলেন তাহাই করেন।

ব্রহ্মণ্যদেব ও বেদমাতা দুইটি দেবচরিত্র। ইঁহাদের উভয়ের কথোপকথনে দ্ব্যর্থে পূর্ণ। এইখানে গিরিশচন্দ্র লিপিকৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। "উদরটি ব্রহ্মাণ্ড দাদা, কে বুঝ্‌বে ভাই এর কদর", "আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি ক্ষীরোদবিহারী" প্রভৃতি বাক্য ব্রহ্মণ্যদেবের সর্ব্বলোকের অধিষ্ঠাতৃত্ব সূচিত করিয়া দেয়। যে ডাকে তারই বাড়ী যান। ভক্তের প্রতি সদাই সদয়। সদানন্দ যখন চণ্ডালের খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মণ্যদেবকে তিরস্কার করিল, তখন তিনি বলিলেন "আহা, সে না খেলে যে মাগী দুঃখ কর্‌তো।" [৫ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক] কি করুণা! গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের জীবনে

এইরূপ ঘটনা দেখিয়াছিলেন। উপনয়নের পর নীচ জাতীয়া কোন রমণীর নিকট রামকৃষ্ণদেব ভিক্ষা লইয়াছিলেন। সেই করুণা ব্রহ্মণ্য-দেবে বিকশিত। ব্রহ্মণ্যদেবের গীতগুলিও স্বার্থভাবপূর্ণ।

বেদমাতার স্বার্থভাবপূর্ণ কথার উদাহরণ উদ্ধৃত হইল—

"সুনেত্রা। তুমি কোথায় থাক, মা?

বেদ। আমার চারটি ছেলে, সকলের কাছেই ঘুরি। যে সে আমার বাছাদের ধরে নিয়ে যায়, আর গালমন্দ করে। বলে, তুই এই! তুই হেন! তুই তেন! আহা, বাছাদের আমার বড় সরল প্রাণ! কুটিল লোকে কুটিল ভেবে গাল দেয়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেগুলি কি করে, মা?

বেদ। তাদের বড় সাধ লোক শিক্ষা দেওয়া। তা কে শিখ্‌বে বল? ভোগসুখের কামনাই সবার। শেখ্‌বার কামনা কার আছে বল, মা?

সুনেত্রা। তারা কি করে?

বেদ। গান করে, বিধান দেয়, মন্ত্র পড়ে, হোম শেখায়।

সুনেত্রা। তোমার ছেলেদের নাম কি বল মা, আমি তাদের কাছে যাব।

বেদ। আমার ছেলেদের নাম—সাম, যজু, ঋক্‌, অথর্ব্ব।"

[৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।]

চারি বেদ লোক শিক্ষারত। কিন্তু আজ কাল শিখিবে কে? বেদ নিন্দা তাই প্রচারিত। কাহারও মতে বেদ অশিক্ষিত জনসমূহের রচনা; তখন আর্য্যসভ্যতায় আদিম অবস্থা। কেহ বলেন—বেদে পাঠযোগ্য কিছুই নাই। এইরূপ, যে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ বলে। এই কথা বেদমাতার মুখ দিয়া গিরিশচন্দ্র বলাইয়াছেন।

শুনঃসেফের স্তবটিও সুন্দর। ইহার প্রতি চরণের আস্ত অক্ষর পাঠ করিলে 'নমঃ নারায়ণ' হইবে। অনুপ্রাসের বিন্যাসও অপূর্ব। যথা—

"নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।
মধুসূদন, মুরলীমোহন, মন্দিতমান মদন॥
নাভ নীরজ, নাগ শয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।
রাজীবরাজ রাতুল চরণ রাখিত হৃদিরঞ্জন॥
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, যমযন্ত্রণাভঞ্জন।
ণ-নিবাস, নরকনাশ, নীরজানয়ন-ভঞ্জন॥"

[৪র্থ অঙ্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক]

এই নাটকের উৎসর্গ পত্রটি কি অপূর্ব! সরল কয়েক পংক্তিতে কি গভীর ভাব প্রকাশিত!

মেনকার মুখে গিরিশচন্দ্র স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যের জীবনের তুলনা করিয়াছেন। স্বর্গে ইচ্ছাধীন উপবন, ইচ্ছাধীন তরু, লতা; কিন্তু মর্ত্ত্যে সকলই স্বাধীন। তাই মেনকা বলিতেছে—

"স্বাধীন জীবন
অতিঃ শ্রেয়, শতকল্প স্বর্গবাস হ'তে।"

তাই তাহার প্রাণ মর্ত্ত্যের জন্য ব্যাকুল। মানবদেহ মৃত্তিকা গঠিত, বটে কিন্তু তাহাতে আত্মার বিকাশ হয়। কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মে মানব ব্রহ্মত্ব ইন্দ্রত্ব লাভ করে, শেষে পরম-ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। এই কথায়, মানবজন্ম যে বিফল নয়, তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আরও কত উপদেশ এই নাটকে বিদ্যমান। ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শোচনীয় পরিণাম চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম গর্ভাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। মানব তাহা শুনিয়া শিক্ষা লাভ করুক।

আমরা এইখানে 'তপোবন' সমালোচনা সমাপ্ত করিলাম।

গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক তপোবল। তাঁহার প্রতিভার শেষ ফল তপোবন। বিশ্বামিত্র! তোমার তপোবল-সৃষ্ট নূতন স্বর্গ যেমন জন বিমুগ্ধ করিয়াছিল, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাপ্রসূত এই নাটকও তেমনি নাট্যামোদীবৃন্দের চিরবিস্ময়ের হেতু হইয়া থাকুক।

শ্রীমতী-বিরহ।

(শ্রীসত্যচরণ সরকার লিখিত)

আর কেন নিশানাথ ব্রজের গগণে ?
তোমার সুধার ধারা,
করে পাগলিনীপারা,
কাঁদায় সতত মোরে বিরহবেদনে ;
দিওনা যাতনা আর রাধিকাপরাণে।

আবার কুসুম কেন ফুটিল কাননে ?
ও কুসুমে কিবা কাজ,
বিনা সেই ব্রজরাজ ?
প্রাণভরে পূজিতাম যাঁহার চরণে—
গাঁথি মালা যাঁর গলে দিতাম যতনে !

আবার মলয় বায় কেন বা বহিছে ?
জ্বলন্ত অঙ্গারপ্রায়,
স্পর্শে দুঃখিনীর কায়,
অন্তর বাহির তার সতত দহিছে ;
বিষম বিরহানল চৌদিকে ছুটিছে !

আবার কোকিল কেন পঞ্চমে কুহরে ?
গিয়াছে যে সুখদিন,
বৃন্দাবন শোভাহীন—
ভাসে না এখন আর আনন্দসাগরে ;
শোকের রোদন শুধু আছে ঘরে ঘরে !

হে শিখি! আবার কেন নাচিছ হরষে?
কে করিছে স্নেহ তোরে,
আদরে হৃদয়ে ধ'রে,
কে কহিবে 'নাচ পুনঃ সরস সহাসে'
করে করে দিয়া তালি মনের উল্লাসে!

লো যমুনে! পুনঃ কেন কর কলধ্বনি?
তোমার ও কলস্বরে,
আর নাহি প্রাণ হরে;
নাহি তব পূর্ব্বশোভা বিনা ব্রজমণি,
আসিলে তোমার তটে দহেলো পরাণী!

হেরিয়া কদম্ব তোরে প্রাণ কাঁদে মোর!
মনে পড়ে শ্যামসনে,
বসি আমি অইখানে
করিতাম আলাপন হইয়া বিভোর,
প্রাণভরে হেরিয়া সে বদন চকোর!

হে নিকুঞ্জ! হেরে তোরে কাঁদি অনুক্ষণ!
আসি যবে এই স্থানে,
জেগে ওঠে মোর মনে,
প্রথম বিহার সেই প্রথম চুম্বন,
প্রথম আলাপ মোর প্রিয় সম্ভাষণ!

গিয়াছে সকলি কেন প্রাণ নাহি যায়?
কিবা কাজ এ জীবনে,
যৌবন কি প্রয়োজনে?
নিভে যা জীবনদীপ ক্ষতি নাহি তায়,
গিয়াছে সকলি তবু প্রাণ নাহি যায়!!

"দহিন পাপমোচন নৃত্য।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(বিশেষজ্ঞের লিখিত)

চতুর্থ প্রস্তাবের শেষে আমরা তৃতীয় নাট্যকারের নাটকাভিনয় আরম্ভ কথা ও যে সকল নাট্য-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক সেই সকল নাটকাদি অভিনীত হইয়াছিল, তাহাদের যথাযথ বিবরণেতিহাস লিপিবদ্ধ করিব এই কথা ছিল। কিন্তু পঞ্চম প্রস্তাবের প্রথমে আমরা আর একজন সুকবি ও নাট্যকারের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য।

রামনারায়ণ মধুসূদনের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ নাটককার রায় দীনবন্ধু মিত্র। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের অল্প পূর্ব্বে মনোমোহন বসু মহাশয় 'রামাভিষেক' নামক একখানি সুন্দর নাটক লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই নাটকখানির কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে সংক্ষেপে এইস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতার দক্ষিণাংশে এই নাটকখানি তখন বহু সমারোহে বহু নাট্য-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত হইতেছিল। 'রামাভিষেক' সন্ধিযুক্ত সংস্কৃত শব্দ বলিয়া কোন ও রহস্যপটু ব্যক্তি এই নাটক খানির নাম 'বর্ণপরিচয়' নাটক রাখিয়াছিলেন। অর্থাৎ 'বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা'। অধুনা লোকান্তরিত সুকবি মনোমোহনের কথা সেদিন 'নাট্য-মন্দিরের' পাঠকগণ পাঠ করিয়াছেন। 'রামাভি-ষেকের' পর তাঁহার 'সতীনাটক' ও 'প্রণয়-পরীক্ষা' নামক নাটকদ্বয় বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বহুতর অবৈতনিক নাটক-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক

এই সকল নাটকের অভিনয় হইত। এবং উত্তরকালে সুবিখ্যাত ষ্টার থিয়েটার কর্ত্তৃকও শেষোক্ত 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকখানিও অভিনীত হইয়াছিল। কবি মনোমোহন নাটক রচনায় যেমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন—শিশু-সাহিত্যকবিতারচনায়ও তিনি কৃতি এমন কি প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'সতী-নাটকের' 'শান্তিরাম' বা শান্তে পাগ্‌লা যেমন বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে অমর হইয়াছে, বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার পদ্যমালার কবিতাগুলি তেমনই চিরসমাদৃত থাকিবে। এখনও বঙ্গের গৃহে গৃহে 'পদ্যমালার' সেই চির মধুর কবিতাগুলি মধুর বালকণ্ঠে মুখরিত হইতেছে। বিস্তৃত বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা কালে এই সুলেখক ও নাট্যকারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে যে সকল নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ইঁহার নাটকাবলী কলিকাতার স্থানে স্থানে অভিনীত হইত সেই সকল নাট্য-সম্প্রদায় কোন বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই ও স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাকল্পেও বিশেষ সাহায্য করে নাই এ জন্য আমরা তাঁহার নাটকাবলীর উল্লেখ সংক্ষেপে করিলাম। কিন্তু ইহা হইতে একথা কেহ না বুঝেন যে মনোমোহন বাবু সুলেখক বা উৎকৃষ্ট নাটককার নহেন। প্রধানতঃ বহুবাজারস্থ এক অবৈতনিক গীতাভিনয় সম্প্রদায়কর্ত্তৃক মনোমোহন বাবুর নাটকগুলি বহু সমাদরে গৃহীত হইয়া সমারোহে সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল, এইরূপ শুনা যায়।

তৃতীয় নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলীর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁহার নাটকের অভিনয়ে যে সম্প্রদায় অগ্রণী তাহার ইতিহাসকথার সহিতও বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালা চির জড়িত, এজন্য আমরা এখানে সবিস্তারে সেই সম্প্রদায়ের নাটকাভিনয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু নিষেধ থাকিলেও

আমরা এখানে দুএকটা অপ্রিয় সত্যের আলোচনা করিতে বাধ্য। 'বিশ্বকোষ' নামক বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কোষাভিধানে 'রঙ্গালয়' (বঙ্গীয়) নামক শব্দের আলোচনায় এই স্থানে স্বার্থ প্রণোদিত কোনও লেখক কতকগুলি বাজে কথার আলোচনা করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু স্বার্থ কখনও ঢাকা যায় না, তাই ছত্রে ছত্রে তাহা ঐ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, "১২৭৪ সাল ইংরাজি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর নাটকাভিনয় করিয়াছিলেন। এত অধিক পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ (বঙ্গের শ্রেষ্ঠ নাটককার) শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি বঙ্গের অভিনেতাকুলশিরোমণিগণ 'নাট্যে' মিলিত হন নাই। 'নাট্যে মিলিত হওয়া' যদি কেবল অভিনেতা সাজিয়া কোনও সখের নাট্যমধ্যে লম্ফঝম্প করা মাত্র হয়, তাহা হইলে, প্রবন্ধকার ঠিক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝি নাট্য-সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে—থাকিয়া নাট্যচর্চ্চায় বা নাটকাভিনয়ের শিক্ষাদানে ব্রতী থাকা, অভিনয় করা অপেক্ষা বিশেষ আদরণীয় ও শ্রেষ্ঠতর কার্য্য। ইতিপূর্ব্বে প্রস্তাবান্তরে আমরা এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে কলিকাতায় নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গীতাভিনয় সম্প্রদায়গুলিরও প্রতিষ্ঠা হয় ও অনেকানেক গীতাভিনয় সম্প্রদায়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় বহু সমারোহে যোগ্যতার সহিত অভিনীত হইত। এইরূপ একটী গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জনকস্থানীয় বাগবাজারের সেই সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের ভিত্তি, এই জন্য আমরা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অত্যন্ত আবশ্যকবোধে এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠান্তে ইহার প্রয়োজনীয়তা পাঠকগণ বুঝিবেন। কিন্তু এই স্থানে আমাদিগকে আর দুএকটী অত্যাবশ্যকীয় কথা বলিতে হইতেছে। তাহা এই:—

কলিকাতায় নাট্য-আলোচনার স্রোত যখন পাইকপাড়ার রাজভ্রাতৃগণের উদ্যোগে, যোড়াঁসাকোর সিংহ মহোদয়ের, অনুষ্ঠানের সিমুলিয়ার আশুতোষ বাবুর নাট্যানুরাগের,পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের বহু বর্ষব্যাপী নাট্যানুশীলনের ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অভিনয়ানুষ্ঠানের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সতেজে বহিতে লাগিল তখন আবার বঙ্গীয় সৎ-নাট্য-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত দিকগামী কয়েকটী হীনাদর্শ নাট্যের আলোচনায় তাহার সমধিক ক্ষতি হইতে লাগিল ; ইংরাজিতে যাহাকে Reactionary movement বলে। সৎ-নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও অভিনয়ানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের পাঁচালি, কবি, তরজার লড়াই বিশেষতঃ খেয়ুড় বা অশ্লীল ভাবযুক্ত নীচ অভদ্র ভাষাপূর্ণ গীতাবলীর উত্তর প্রত্যুত্তর দানের ন্যায় বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ নীচাদর্শ ও হীনভাব গ্রহণ করিয়া কতকগুলি কদর্য্য প্রহসন বা নাট্য-সাহিত্যের অবমাননারূপ বেল্লিক রচনা (বেল্লেমী) নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সকল প্রহসনগুলির দুই একখানি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পৃষ্ঠপোষিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বকথিত "কিছু কিছু বুঝি" নামক প্রহসন খানি ঐ শ্রেণীর রচনা। এখানি নাকি তৎপূর্ব্বে অভিনীত ঐ শ্রেণীর আর একখানি রচনা "বুঝ্‌লে কি না ?" নামক প্রহসন বিশেষের প্রতি কটাক্ষপাতে রচিত অর্থাৎ তাঁহার শ্লেষোক্তিস্বরূপ উত্তর। আমরা শুনিতে পাই এই "কিছু কিছু বুঝি" প্রত্যুত্তরস্বরূপ এমন শ্লীলতাবর্জ্জিত গালাগালিপূর্ণ ভাষায় একখানি প্রহসন রচিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'বহুবাজার' নাট্য-সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। দেশের গণ্য মান্য অনেক নাট্য-কলানুরাগী ব্যক্তিগণও উপস্থিত থাকিয়া এই সকল

অভিনয়াদি দেখিতেন। আমরা নিম্নে ফুটনোট * এই শেষোক্ত প্রহসন খানির দুই খানি গীত একটু বিবেচনা করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিলাম তাহাতে পাঠকগণ ঐ শ্রেণীর প্রহসনগুলি কোন স্থানীয় রচনা তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। কি "কিছু কিছু বুঝি" প্রহসনের কি এই বাগবাজারের নূতন প্রহসনের গীতাবলী, কলিকাতার নাট্যানুরাগী

*বাবু প্রিয়নাথ বসু মল্লিক রচিত গীত।

১।

"ওরে হায়রে দেশের থিয়েটার।
আগে পদ্মফুলের মতন তোমার শোভা ছিল চমৎকার॥
কয়লা-হাটার ময়লা-হাটায় হল তোমার ঠাঁই,
কি ছিলে কি হলে তুমি, মনে ভাব তাই;
প'ড়ে হাড়হাভাতে ভুলোর হাতে গেলে তুমি ছারখার॥

২।

"ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা ভ্যালা মোর ব্যাপ্ রে।
তুই গোঁড়ার দলে কপ্‌নি পরিস্, আপনি কলি কাপ রে॥
রাজার বাড়ী 'বুঝ্‌লে কি না'
ও তার বুঝিস্ কাঁচকলা
ও তোর যায় না গুণ বলা,
'কিছু কিছু বুঝি' ব'লে লাগ্‌লো তোর হাঁপরে॥

প্রথম গীতে প্রিয় মাধব বাবু এইরূপ ব্যঙ্গ প্রহসনাদিতে নিজে নিযুক্ত থাকিয়াও স্বীকার করিতেছেন যে আগে দেশের থিয়েটার পদ্মফুলের মত শোভা ধারণ করিত। নানা কুরুচি পরিপূর্ণ অশ্লীল ব্যঙ্গ নাট্যাভিনয়ে তাহার সে বাহার লুপ্ত হইয়াছে। পাঠকগণ বুঝিবেন কেন আমরা এই সকল প্রহসনাভিনয়ে নাট্য-সাহিত্যের শ্রাদ্ধ হইতেছে এরূপ তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি।

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণে (এমন কি তাঁহাদের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করিয়া) পরিপূর্ণ। বিশেষ ভাবে এই সকল কথার আলোচনার আবশ্যকতা দেখিতেছি না তবে বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসের সহিত ইহা আলোচ্য বলিয়া এ স্থানে ঐ সকল কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

যখন কোনও বঙ্গীয় নাট্যানুরাগী মহাত্মা এই ভাবে নবপ্রবর্ত্তিত বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের ও তৎ তৎ অভিনয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন তখন আবার কয়েকটী গীতাভিনয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপর দিকে সৎসাহিত্যের আলোচনায় ও সঙ্গে সঙ্গে সৎনাট্যের অভিনয়ে দেশের এই নব কলাবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছিলেন।

আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত বহুবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়, যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ নাটককার সুকবি মনোমোহন বাবুর সতীনাটক, রামাভিষেক নাটক প্রভৃতি অভিনয় করিতেছিলেন—ইঁহাদের অন্যতম। এই সময়ে বাগবাজারে দুই তিনবার পর পর 'শর্ম্মিষ্ঠা' (মাইকেল মধুসূদন দত্তের) 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' বা, 'ঊষাহরণ' (মনোমোহন সরকারের) ও 'রত্নাবলী' অভিনীত হয়। শ্যামপুকুরে, 'শকুন্তলা' (কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত—যিনি পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটীর বিদ্যাসুন্দরের মালিনী—) ও পরে হাবড়া ব্যাটরায় 'প্রভাবতী' (Shakspeare এর Merchant of Venice অবলম্বনে) প্রভৃতি নাটকাবলী অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল গীতাভিনয়ানুষ্ঠানে উল্লিখিত অশ্লীল নাট্যাভিনয়ের স্রোত ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জনকরূপী বাগবাজারস্থ 'সধবার-একাদশী' সম্প্রদায়ের ভিত্তিস্বরূপ একটী গীতাভিনয় সম্প্রদায়ের কথা লিপিবদ্ধ করিব। ইহার কারণ অন্য কিছুই

নহে। এই সম্প্রদায়ের উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠাতৃগণই বঙ্গীয় নাট্যশালার শিরোমণিরূপে যাবজ্জীবন বর্ত্তমান ছিলেন এবং বঙ্গের সেই প্রথিতযশা নাট্যাচার্য্য—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট বাণীর বরপুত্র—নটকুলকেশরী অধুনা পরলোকগত মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্যাভিনয়ের সহিত প্রথম পরিচিত হইলেন। আমাদের পূর্ব্বকথিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রভৃতির অভিনয়ের সমসাময়িক ১৮৬৭খ্রী বা ১২৭৪ বঙ্গাব্দে বাগবাজারে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রঘোষ, স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি কয়েকজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির উদ্যোগে এক অবৈতনিক গীতাভিনয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক তাঁহারা অভিনয়ের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু যাত্রা-অঙ্গ সুলভ কয়েকখানি গীতের আবশ্যক হওয়ায় তাঁহারা তখনকার প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা বাবু প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের শরণাপন্ন হয়েন। শুনা যায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ কর্ম্মকার নামক আর একজন গীতরচয়িতাও তখন জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। বলিতে কি, কেহ কেহ বলিতেন যে কর্ম্মকার-গঠিত গীতাবলী বসু-গ্রথীত গীতাবলী অপেক্ষা বহু অংশে উৎকৃষ্ট ও প্রাণস্পর্শী। যাহা হউক, বাগবাজারের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র দল বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও প্রিয় মাধব বাবুর নিকট হইতে কোনও গীত সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা সকলে গিরিশবাবু ও উমেশচন্দ্র চৌধুরী নামক আর একজন সভ্যকে এই কার্য্যে মনোনীত করিলেন। বলা বাহুল্য গিরিশচন্দ্রের রচনা এই প্রথম সাধারণে প্রচারিত হইল। তিনি গৃহে ইতিপূর্ব্বে বাগ্‌দেবীর শ্রীচরণে সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি বহুকাল ধরিয়া দিতে থাকিলেও সাধারণের সমক্ষে কখনও আপনার রচনা বাহির করেন নাই। কারণ, আমরা জানি তিনি পাকা খেলোয়াড় হইয়াই সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। কাহারও কাছে কখনও শিক্ষানবিশী

করেন নাই। গোপনে সারস্বতসেবা ব্যতীত তিনি কখনও সংবাদ বা সাময়িক পত্রে কবিতার মক্স বা রচনার সাগরেদী করেন নাই। নিম্নে আমরা তাঁহার রচিত একখানি (প্রথম সাধারণে প্রকাশিত) গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * নাট্যমন্দিরের পাঠকগণ গিরিশজীবনীতে

* নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের সাধারণে প্রচারিত প্রথম গীতগুলির একখানি।

শর্ম্মিষ্ঠাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া রাজা যযাতির গীত।

('সখি ধর' ইত্যাদি সুরে গেয়।)

আহা মরি মরি অনুপমা ছবি,
মায়া কি মানবী, ছলনা করে বুঝি বনদেবী,
রঞ্জিত রোদনে বদন কমল,
নয়নকমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্বচুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি' মাধুরি॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
এ কূপ ভীষণে পড়িল কেমনে
কি ভাবে ভামিনী ত্যজিয়া ভবনে
আসিয়াছে এই স্থানে,—
দারুণ কঠিন এর পরিজন
তাই একাকিনী রমণীরতন,
কেবা এ কামিনী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি॥

পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র আমাদিগকে বলেন যে, পাড়ায় তাঁহার গীতগুলি অপেক্ষা উমেশচন্দ্রের গীতগুলি সরল মোটা কথায় রচিত হওয়ায় বেশী সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

এ গানখানি ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়া থাকিবেন। আমরাই এই গীত-খানি সর্ব্বপ্রথম 'রঙ্গালয়' নামক সেই ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বের নাট্যালোচনাপরিপূর্ণ পত্রে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসের" প্রথম প্রস্তাবে প্রকাশ করি (রঙ্গালয় ১ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা ২রা, চৈত্র। ১৩০৭) বহু সমারোহে ও কৃতিত্বের সহিত এই সম্প্রদায় শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয় করেন এবং তখন হইতেই গিরিশচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ও নাট্যসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। কারণ পর বৎসরেই অর্থাৎ ১২৭৫ সালেই (১৮৬৮ খ্রী) গিরিশচন্দ্র ঐ গীতাভিনয় অনুষ্ঠান বন্ধ হইতে হইতেই পুনরায় পূর্ব্ব সহচর আবাল্য নাট্যানুরাগী স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন নাট্য-প্রেমিকগণের সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জনকরূপ সেই সধবার 'একাদশী সম্প্রদায়ে'র (The Baghbazar Amateur Theatre) প্রতিষ্ঠা করেন। পাইকপাড়ার ও কলিকাতার সম্মান সমাদর দেখিয়া গিরিশচন্দ্রের মনে পূর্ব্ব হইতেই নাট্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ প্রেমে পরিণত হইয়া সাকাররূপ ধারণ করিল। নিম্নে সবিস্তারে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইল।

বাগবাজারস্থ "সধবার একাদশী" অভিনয়কারী সম্প্রাদায়ের বিবরণেতিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই 'সধবার একাদশী'র দলই বঙ্গীয় স্থায়ী নাট্যশালার জনক। ইহারই উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতৃ বা নাট্য-শিক্ষকই বঙ্গীয় ভিন্ন ভিন্ন নাট্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক। কিন্তু একমাত্র Bengal Theatre এ পর্য্যন্ত ভুক্ত নহে। অর্থাৎ বেঙ্গল থিয়েটারে

প্রতিষ্ঠাতা বা শিক্ষক চিরবিভিন্ন। এই 'সধবার একাদশী'র দলের ইতিহাসবর্ণনার পূর্ব্বে এই প্রহসনরচয়িতার একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া এস্থানে আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতেছি।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি চৌবেড়িয়া গ্রামে বঙ্গের খ্যাতনামা নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১৮২৯ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বাবু কালাচাঁদ মিত্র। প্রথমে সাধারণতঃ গ্রাম্যপাঠশালায়, মধ্যে হুগ্‌লি কলেজে ও পরে কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন।

১৮৫০ খ্রীঃ পাঠসমাপনান্তে ইনি গভর্ণমেন্টের ডাকবিভাগের কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতাগুণে কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতিযোগে Superintendentএর পদ লাভ করেন। ক্রমোন্নতি করিয়া ইনি ডাকবিভাগের প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ ডাক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে লুসাই যুদ্ধ-অভিযানে গমন করেন। এই সকল কর্ম্মদক্ষতায় তিনি সরকারের নিকট হইতে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষিত হয়েন। ১৮৭৩ খৃঃ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমে দীনবন্ধু ঐ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর দেহত্যাগ করেন।

দীনবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে সরকার বাহাদুর এক জন দক্ষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হারাইলেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার বিশেষতঃ বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের নবোন্মেষের যুগে এই উদীয়মান সারস্বত লেখকের তিরোধানে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা লিখিয়া জানান যায় না। ইঁহার প্রতিভা ও কাব্য-শক্তির আলোচনায় স্বয়ং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রই অগ্রসর, অন্যে বেশী কি বুঝাইবে। তখনকার ইঙ্গবঙ্গের চিত্র, বঙ্গের প্রাকৃত ছবি, গ্রাম্য-চিত্র ও ব্যবসায়ী ইংরাজ চিত্র দীনবন্ধুর নাটকাবলীতে উজ্জ্বল। তাঁহার প্রহসন ও নাটকগুলিতে যে সকল চিত্র

অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই বেশ সুস্পষ্ট ও জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই বলেন, "সধবার একাদশীর প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলি জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি।' ঘটনাগুলি সম্বন্ধেও ঐ মত। অনেকগুলি ঘটনাই প্রকৃত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। নাট্য-মন্দিরের পাঠকগণকে আমরা এই প্রতিভাশালী নাট্যকার সম্বন্ধে পূজ্যপাদ বঙ্কিম বাবুর আলোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। উহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর পুরোভাগে সন্নিবেশিত। উহারই এক স্থলে সংক্ষেপে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন,—"প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরাজী গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোসগল্প' হইতে সার গ্রহণ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্ত-রঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন।"

দীনবন্ধু বাবু পাঠ্যাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' পত্রে প্রকাশ করিতেন। প্রভাকর সম্পাদকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং কবিতাদি রচনায় গুপ্ত কবির সাহায্যও তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'নবীন-তপস্বিনী' নামক নাটকখানিও প্রথমে 'বিজয়-কাহিনী'নাম দিয়া উপাখ্যান কাব্য হিসাবে উক্ত প্রভাকরপত্রেই প্রকাশিত হইয়াছিল; বহুবর্ষ পরে উহা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া উক্ত নামে অভিনীত হয়। পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শনেও' তাঁহার কয়েকটী গল্প ও কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক "নীল-দর্পণের" নাম জানে না এমন লোক অতি অল্পই আছে। ১৮৫৮ খৃঃ ইহা রচিত হয়। 'নীল-দর্পন' নাটকের অন্যান্য কথা আমরা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিব। তাঁহার ২য় নাটক, 'নবীন-তপস্বিনী', ৩য় 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ৪র্থ আমাদের আলোচ্য সধবার একাদশী পরে, 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী' ও 'জামাই-বারিক' প্রভৃতি নাটক প্রহসন ও 'দ্বাদশ-কবিতা', 'সুরধনী-কাব্য'

প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থাদি একে একে প্রকাশিত হয়। রাজকীয় ডাক-বিভাগের কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া বঙ্গের নানা জেলায় বাস ও ভ্রমণাদির সুযোগ ঘটায় এই প্রতিভাশালী লোক-চরিত্রানুসন্ধিৎসু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান সারস্বতসেবক নানাদেশের ভাষা, আচার ব্যবহার ও প্রকৃতিগত পার্থক্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার নাটকাবলীর চরিত্র ও ঘটনা চিত্রগুলিই তাহার সম্যক্ পরিচয় দিতেছে। প্রধানতঃ তাঁহার রচিত চরিত্রগুলি প্রায়ই বাস্তব হইতেই গৃহীত। আদর্শচরিত্রচিত্রণে তিনি মনোযোগী হয়েন নাই বলিলেও চলে। এই জন্যই তাহার চিত্রগুলি অত স্বাভাবিক, অত সুস্পষ্ট, অত জীবন্ত। আর এক কথা না বলিলে তাঁহার কথা আদৌ বলা হয় না। সেটী তাঁহার রহস্য-পটুতা। দীনবন্ধুই বঙ্গের প্রথম ও প্রধান হাস্য-রস-চিত্রকর।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের পুত্রগণও সকলেই কৃতবিদ্য, উচ্চ পদস্থ ও সাহিত্য-প্রেমিক, মধ্যে মধ্যে তাঁহার আলয় "দীন-ধামে" (মদন মিত্রের লেনস্থ) পূর্ণিমা-সম্মিলনে" সাহিত্য-সেবীদিগের সম্মিলন হয়।

এক্ষণে 'সধবার-একাদশী' প্রহসন ও তাহার অভিনয়ের কথা—এই প্রহসন খানি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—"সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধরুচির অনুমোদিত নহে।" কিন্তু তিনি একথা স্বীকার করিয়াছেন যে "অনেকে বলিবেন, (রুচিমার্জ্জিত করিতে বঙ্কিমবাবু কর্ত্তৃক গ্রন্থকার অনুরুদ্ধ হইলেও সকল স্থানে করিতে পারেন নাই বলিয়া এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই) ভালই হইয়াছে, আমরা নিম-চাঁদকে দেখিতে পাইয়াছি। অনেকে ইহার বিপরীত বলিবেন।"

এই সকল কথা আলোচনার স্থান ইহা না হইলেও আমরা এখানে

যে এ সকল কথা উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ অন্য কিছুই নহে। পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত, "বুঝলে কি না?," "কিছু কিছু বুঝি" ও তদুত্তরে লিখিত প্রিয়মাধববসু মল্লিকের—নূতন ব্যঙ্গ প্রহসন, যাহা বাগবাজারের 'রত্নাবলীর দল অভিনয় করেন, ও 'ভ্যালা রে মোর বাপ' প্রভৃতি তৎকালীন অশ্লীল ও কদর্য্য গালাগালি পূর্ণ প্রহসনগুলি (প্রহসন নামের অবমাননা) অভিনীত হইয়া বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের শ্রাদ্ধ করিতেছিল তবে আবার বাগবাজারের দল 'সধবার একাদশী' নামক একখানি বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত প্রহসনাভিনয়েই বা বঙ্গীয় নাট্যাভিনয়ের কি শ্রীবৃদ্ধি করিলেন এবং তাহারই বা এত বিস্তৃত বিবরণ কেন,—এ প্রশ্নের কিছু উত্তরদান। বঙ্কিমবাবু ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন উভয়েই দীনবন্ধুর এই প্রহসনখানির সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুযোগ করিলেও অন্ততঃ বঙ্কিমবাবু ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে 'অসাধারণ দোষের সঙ্গেও সধবার একাদশীর অসাধারণ গুণ আছে।' আর এক কথা দীনবন্ধুর গ্রন্থসম্বন্ধে যাঁহাদের এই ত, সেই পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবুর ও পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের হস্তে আমাদের উল্লিখিত 'কিছু কিছু বুঝি' প্রভৃতি প্রহসনাদি পড়িত তাহা হইলে নিশ্চয় এইরূপ লিখিত হইত,—"চাঁড়ালের হাতে দিয়া পোড়াও পুস্তকে। ভস্মরাশি ক'রে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।" তাহার অভিনয়াদিও কিরূপ আদর পাইত তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। সম্প্রদায়বিশেষ ব্যতীত ঐ সকল পুস্তকাদির আর অন্যত্র কখনও অভিনীত হয় নাই। কিন্তু সেই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া সধবার একাদশী এখনও জনসমাজে সমাদরে অভিনীত হইয়া থাকে। তবে অনুকরণীয় সেই "নিমচাঁদ" বা "নিমে দত্ত" আর ইহজগতে নাই।

১২৭৫ সালের প্রারম্ভেই ইংরাজি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসের শেষ ভাগে বাগবাজারের বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র

হালদার, রাধামাধব কর পাইকপাড়ানিবাসী মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকজন নাট্য-প্রেমিক ব্যক্তি মিলিত হইয়া গিরিশ-চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এই নাট্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের প্রতিষ্ঠাকালে রঙ্গরসাবতার অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফি বা নাট্য-পীঠ-শিল্পী ধর্ম্মদাস সুর কেহই ছিলেন না। 'সধবার একাদশী' পুস্তক খানি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কর্তৃকই নির্ব্বাচিত হয়, কেন না, সম্প্রদায় অর্থাভাবে নানা মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদাদি শোভিত নায়ক নায়িকাযুক্ত অন্য কোনও নাটকের অভিনয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম। বলা বাহুল্য, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে গিরিশচন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিদ্বান—এই জ্ঞানে সকলেই তাঁহাকে নাট্য-শিক্ষকের আসন প্রদান করিলেন। প্রথম পূরা (Rehearsal) আখড়াই দেখিতে আসিয়া নাট্য-প্রেমিক অর্দ্ধেন্দুশেখর ইঁহাদের সহিত মিলিত হয়েন। তিনি সে দিন দর্শক মাত্র। পূরা প্রহসন খানিই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া তাঁহার সমক্ষে অভিনীত হয়। ইঁহাদের প্রথম রজনীর অভিনয়ের দিন বাবু ধর্ম্মদাস সুর মহাশয়ওএই ভাবে দর্শক হইয়া আসিয়া গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। আমাদের ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত 'বিশ্বকোষ' অভিধানের বাজে কথাপূর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত লেখার ও গিরিশ বিদ্বেষও অর্দ্ধেন্দু-প্রতিষ্ঠার আভাস এখানে দেওয়া উচিত বলিয়া—'বিশ্ব-কোষ' হইতে ঐসকল বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমরা এই সকল কথার উপর টীকা টিপ্‌পনী (যদিও একটু একটু আছে) অনাবশ্যক মনে করি, পাঠান্তে পাঠকগণই বিচার করিবেন। পরে ৺ ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় যাহা আমাদের লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, যাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে 'রঙ্গালয়' পত্রে ১৩০৭ সালে নাট্যশালার শৈশব ইতিহাসে সংগৃ-হীত করিয়া প্রকাশ করি—তাহাও বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ইতি-হাসের প্রধানতম কয়েকটী তথ্যে পূর্ণ বলিয়া আমরা আবার এইস্থানে

উদ্ধৃত করিব। "বিশ্বকোষের" ১৩১২ সালে প্রকাশিত ১৬শ খণ্ডে "রঙ্গালয়" (বঙ্গীয়) শব্দের লেখক লিখিতেছেন,—

"বাগবাজারের হরলাল মিত্রের গলিতে (মুকুয্যে পাড়ায়) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র হালদারের বাটীতে প্রথমে দল (সধবার একাদশীর) বসিল। * * * * "ইঁহার (নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের) বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে নাট্যাভিনয়ে কৃতকর্ম্মা তখন এক নগেন্দ্রনাথ নিজে (চমৎকার কথা! বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে নিজে'? শ্রদ্ধেয় সাহিত্য-সম্পাদক কি বলেন?) আর তাঁহার বাল্য-বন্ধু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং ধর্ম্মদাস সুর। নগেন্দ্র কয়লাহাটার থিয়েটারে এই দুই বন্ধুর কৃতিত্ব ও যশ দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছিলেন (?) অর্দ্ধেন্দু বাবুর শিক্ষকতার প্রশংসা তখনই মাইকেলের ন্যায় ব্যক্তিবর্গের মুখে ধরিত না, "(ধন্য অর্দ্ধেন্দু বাবু, 'আপনার বড়ই সৌভাগ্য'—কেন না—এক 'কিছু কিছু বুঝি' নামক অকিঞ্চিৎকর প্রহসনে অভিনয়াদি শিক্ষা দিয়া বা করিয়া দুই চারি রাত্রেই মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় দেশবিশ্রুত পণ্ডিত ও নাট্যকার তোমার উপযুক্ত প্রশংসা দান করিতে সমর্থ হয়েন নাই!!) কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমরা এ সংবাদটি এক 'বিশ্বকোষের' এই প্রবন্ধ লেখকের মারফতে ছাড়া অন্যত্র কোথাও পাই না! এমন কি, এই কথাটি আমরা কি ধর্ম্মদাস বাবু বা কি গিরিশ বাবু কাহার ও মুখে শুনি নাই‡) সুতরাং নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকেই শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত করিতে (নগেন্দ্র বাবু যেন পেসাদার যাত্রার দলের অধিকারী) মনস্থ করিয়াছিলেন।"

* * * * *

"অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তখন অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় নগেন্দ্র বাবুর আগ্রহ সত্ত্বেও আশা পূর্ণ হইল না, তিনি যোগ দিতে পারিলেন না" (পাঠকগণ দয়া করিয়া এই কয়েকটী পংক্তি ভাল করিয়া

মন দিয়া পাঠ করিবেন, কারণ এ রকম একটী অত্যাবশ্যক সংবাদ বা তত্ত্ব নাট্যশালার ইতিহাসপাঠেচ্ছুগণের স্মরণপথে বিশেষ ভাবে জাগরূক থাকা উচিৎ) "শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ (অজ্ঞাতনামা ও অপ্রথিতযশা নিশ্চয়ই!) নগেন্দ্রনাথের আর একজন বাল্যবন্ধু। গিরিশ বাবু ইঁহাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিদ্বান্ বলিয়া নগেন্দ্র নাথ তাঁহাকে এই দলে আহ্বান করিলেন। (অনুগ্রহ করিয়া না কি?) নাট্যশালার সহিত গিরিশ বাবুর সম্বন্ধ এইরূপে প্রথম স্থাপিত হয়।"

* * * * *

"যে সকল নাটকে রাজা রাণী ইত্যাদি সাজিবার প্রয়োজন, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় মিলিবে না বলিয়া সে সকল নাটক পরিত্যক্ত হইল। শেষে গিরিশ বাবুর পরামর্শে দীনবন্ধু বাবুর নব প্রকাশিত "সধবার একাদশী" অভিনয় করা স্থির হইল। নগেন্দ্রবাবুও কৃতকর্ম্মা ব্যক্তি, তিনিই প্রথমে শিক্ষাভার লইলেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা গিরিশ বাবুর স্কন্ধেই পড়িল।" (বলি হ্যাঁ গা! কেন এমন হইল? ভুলক্রমে নহেত? পাঠকগণ দেখিতেছেন কি? সত্য চাপা দেওয়া যায় না। কোন না কোনও রকমে বাহির হইয়া পড়ে। অতএব বিশ্বকোষের প্রবন্ধকারের মতেও গিরীশ বাবুই দলের অগ্রণী, বিদ্যা বুদ্ধি বলে তিনিই দলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই নির্ব্বাচনে 'সধবার একাদশী' প্রহসনাভিনয় আরম্ভ হইল! তারপরে শুনুন, আরও আছে) "গিরিশ বাবুর নির্ব্বাচনে এইরূপ পাত্র বিভক্ত হইল,—সধবার একাদশীপ্রহসনে ৺ গিরিশবাবুর নির্ব্বাচিত অভিনেতা ও তাহাদের ভূমিকা;—'নিমচাঁদ'—৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'অটল'—বাবু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নকুল'—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। 'কাঞ্চন'—শ্রীরাধামাধব কর। 'জীবনচন্দ্র'—শ্রীঈশানচন্দ্র নিয়োগী। 'কেনা-

রায়'—শ্রীঅরুণ চন্দ্র হালদার। 'রামমাণিক্য'—শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়। 'কুমুদিনী'—শ্রীগোপালচন্দ্র বিশ্বাস। 'সৌদামিনী'—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস ও 'নটী'—শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল।"

দীনবন্ধু বাবুর লেখায় নটনটীলইয়া একটা প্রস্তাবনা ছিল না। তখনকার প্রথার উপর নির্ভর করিয়া (অর্থাৎ রামনারায়ণ ও মাইকেলের অনুসরণ করিয়া) গিরিশ বাবু নটনটী দিয়া একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দেন। ক্রমে শিক্ষা চলিতে লাগিল। ১২৭৫ সালের আষাঢ় বা শ্রাবণ (১৮৬৮ খৃঃ জুন বা জুলাই) মাসের একদিন ইঁহারা পুরা নাটকখানির আখ্‌ড়াই দিবেন স্থির করিলেন"

* * * * *

"যথাকালে অভিনয় শেষ হইল।" বিশ্বকোষের লেখক বলেন যে এই আখ্‌ড়াই দেখিতে বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি একমাত্র শ্রোতা, কাজে কাজেই তাঁহাকে অভিনয়ের দোষ গুণ বিচার করিতে বলা হয়। (এই মাত্র ঘটনা, কিন্তু ইহার বর্ণনাটা বিশ্বকোষ ১৬শ ভাগ, ১৮৬ পৃষ্ঠায় ছয় ভস্ত) বিশ্বকোষে লিখিত আছে,—"অর্দ্ধেন্দু বাবু বলেন—অটল, নিমচাঁদ, বেশ হ'য়েছে, আর কিছুই ভাল হয় নাই, জীবনচন্দ্র একবারে খারাপ হয়েছে।" পাঠকগণ! এখানে মনে রাখিবেন "অটলের নাম আগে পরে নিমচাঁদ, Alphabetically বা In order of merit তাহা অবশ্য বুঝা গেল না। নগেন্দ্র বাবু দলের অধিকারী ব'লে হয়ত নামটা তার আগে এসে পড়েছে। কেবল যে একস্থানে ঐরূপ গিরিশ বাবুর নাম পরে দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে বিশ্বকোষের রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) শব্দের স্থানে স্থানে গিরিশবিদ্বেষ পরিস্ফুট এবং সর্ব্বত্রই অন্যান্য অভিনেতার নামগুলি অগ্রে দিয়া শ্রেষ্ঠ অভিনেতা গিরিশ চন্দ্রের নাম পরে দেওয়া হইয়াছে। আমরা আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ক্ষান্ত

হইব। (এখানে কিন্তু বর্ণানুক্রমিক সাজান আছে) 'সধবার একাদশীর' ২য় অভিনয় রজনীর কথা লিখিতে বসিয়া বিশ্বকোষ বলিতেছেন, "তাহার পর কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রিতে গিরিশ বাবুর শ্বশুরালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দু বাবু, গিরিশ বাবু, নগেন্দ্র বাবু ও রাধামাধব বাবু বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।" "ইহাতে অনেকের মতের মিল হইল। নগেন্দ্র বাবু ও গিরিশ বাবু মহা আগ্রহে অর্দ্ধেন্দু বাবুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অর্দ্ধেন্দু বাবু সে জন্য এক রকম প্রস্তুতই ছিলেন। প্রস্তাব হইবামাত্র তিনি সম্মত হইলেন। নগেন্দ্র বাবু অর্দ্ধেন্দু বাবুকে শিক্ষা ভার লইতে বলিলেন, তিনি স্বীকৃত হইলেন এবং কয়েকটীর অংশ বদলাইয়া দিলেন, * * * * এবং নিজে কেনারামের অংশ লইলেন।"

"এই সময়ে আখড়াইএর আড্ডা অরুণ বাবুর বাড়ী হইতে উঠিয়া ২৮নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীটে যায় এবং কিছু দিন পরে সেখান হইতে ৫৭নং রামকান্ত বাসুর ষ্ট্রীটে নগেন্দ্র বাবুর বাটীতে যায়। এই সময়ে শিক্ষাদান কার্য্যটা গিরিশ বাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবুর মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া চলিতে লাগিল।" (তবুও অর্দ্ধেন্দু বাবুর এক চেটিয়া 'খাসদখলে' আসিল না কেন?) "উভয়েই শিক্ষা দেন। গিরিশ বাবু তখন এট্‌কিন্সন্ টিল্টনের বাড়ীতে নিজ শ্যালক ব্রজনাথ দেবের অধীনে কার্য্য করিতেন।" (যেন শ্যালক মহাশয় না থাকিলে তাঁহার চাকুরী জুটিত না! বোধ হয় সেই হিসাবেই প্রবন্ধলেখক 'রঙ্গালয়ের' ইতিহাস লিখিতে বসিয়া গিরিশ বাবুর চাকুরির যথাযথ বিবরণ দেওয়াটা অত আবশ্যক মনে করিয়াছেন!!) "তাঁহার অবসর অল্প ছিল। অর্দ্ধেন্দু বাবুই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাদাতা ছিলেন, তিনি আড্ডায় সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন এবং যখন যাহাকে পাইতেন, তখনই তাহাকে শিক্ষা দিতেন।" (বোধ হয়, ভয় ছিল পাছে 'হাত ছাড়া

হয়ে যায়!—পাঠকগণ! আপনারা ইতিপূর্ব্বে বিশ্বকোষে পড়িয়াছেন যে 'অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তখন অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় প্রতিষ্ঠা কালে এই দলে যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু দুএক মাসের মধ্যেই ডাকিবামাত্রই দলে যোগদান করিতে একরকম প্রস্তুতই ছিলেন, বলিয়াই) তিনি সম্মত হইলেন এবং তিনি একেবারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া দিবারাত্র থিয়েটারের আখ্ড়ায় শিক্ষকরূপে অবস্থিত হইলেন।' বলা বাহুল্য, কথাগুলি সকলই বিশ্বকোষের, একটীও আমাদের নহে। আর এরকম ধৃষ্টতা দেখান অনাবশ্যক বলিয়া আমরা এখানে ক্ষান্ত হইলাম।

যাহা হউক আমরা জানি ও এক রকম প্রমাণ হইল যে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষই সধবার একাদশী সম্প্রদায়ের নাট্য-শিক্ষক এবং নেতা * এই সম্প্রদায়কর্ত্তৃক একে একে সাতটী স্থানে সধবার একা-

---

* একটী কথা এই যে আজ কাল এই (Father of the Bengali Stage) স্থায়ী নাট্যশালার জন্মিতা, শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠাতা লইয়া যে সকল বাদানুবাদ চলে, তাহা মূলতঃ ভিত্তিহীন! কেন না, একথা নাট্যরথিগণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেন যে সখ বা খেয়া-লের বশে আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে এই নাট্য-খেলার (pastime) এর আড্ডা বা আখ্ড়া বসান হয়—অন্ততঃ বাগবাজারের দলের পক্ষে এ কথাটা ঠিক্। কালে ঈশ্বর ইচ্ছায় ইহা এখন সমাজের এক আবশ্যক ও হিতকর অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠাতৃ বা দলের অভিনেতৃগণের মধ্যে কেহই জানিতেন না যে তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদ চরিতার্থ করিবার জন্যই নাট্য-সম্প্রদায়কালে স্থায়ী নাট্য-শালার জনকস্বরূপ হইয়া উঠিবে। বাগবাজারের—সেই ক্ষুদ্র নাট্যাঙ্কুর (The Baghbazar Amateur Theatre) যে কালে স্থায়ী মহামহীরুহে পরিণত হইবে, সে কথা তখন কেহই জানিতেন না।

দশীর অভিনয় হয়। প্রথম সাধারণ অভিনয়—(ইতিপূর্ব্বে একটা Dress rehearsal 'নকুলেশ্বর' ভূমিকাগ্রহণকারী বাবুমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুলাশ্রমে পাইকপাড়ার বাটীতে হয়।) এই অধুনা পরলোকগত মহেন্দ্রনাথই সেই গীতগোবিন্দগায়ক ও গীতগোবিন্দের গীতিনাট্যকার—'শুকদেব' নামে আরও একখানি নাটক তিনি রচনা করেন। সুকণ্ঠ মহেন্দ্রনাথ কলিকাতার অনেকের সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বাস ছিল—ইটালি দেবনারায়ণ দের গলি) —১২৭৫ সালের শারদীয়া সপ্তমী পূজার রাত্রে বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ায় গোপাল চন্দ্র নিয়োগীর গলি ৮ দয়ালচাদ হালদার বা ৮ প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাটী। 'সধবার একাদশী'র দলের নাম "The bagh-

---

পাইকপাড়া, পাথুরিয়াঘাটা বা যোড়াসাঁকো প্রভৃতি কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত নাট্য সম্প্রদায় গুলি অবশ্য মহান উচ্চ উদ্দেশ্য লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে—"The performances at the Belgacthia Theatre, originally, and at the Pathuriaghata Theatre, latterly, have revived our earliest dramas, have given a higher tone and improved character to our dramatic representations (Jatras) and developed a national taste for the histrionic art অন্যত্রে— "The example set by the Belgatchia, Pathuriaghatta and Jorasanko Theatres paved the way for the establishment of several permanent public Theatres etc etc." বাগবাজারস্থ দলের যে তখন এত বড় একটা উদ্দেশ্য ছিল না তাহার একটা প্রমাণ এই যে 'সধবার একাদশী'র প্রথম রাত্রের অভিনয়েই,—"যথা সময়ে অভিনয় হইল, কিন্তু এই রাত্রিতে কতিপয় অভিনেতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয় নাই।"

(বিশ্বকোষে ১৬শ ভাগ ১৮৭ পৃষ্ঠা)

bazar Amateur Theatre" বাগবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়)।

'রামমাণিক্য' ভূমিকা লয়েন শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর আর কাঞ্চনের ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত নন্দ লাল ঘোষ (ওরফে বাগবাজারের সুগায়ক নন্দ ওস্তাদ্)। অর্দ্ধেন্দু বাবু 'কেনারামে'র ভূমিকা লইয়াছিলেন, এই কথা বিশ্বকোষ বলেন, কিন্তু আমরা প্রথম তিনটী অভিনয় পর্য্যন্ত অন্ততঃ তাঁহার এই অংশাভিনয়ের কোনও সুখ্যাতি বা কৃতিত্ব সমস্ত বিশ্বকোষ খানা খুঁজেও পাই নাই। ৪র্থ রাত্রে অর্দ্ধেন্দু বাবু নাকি 'জীবনচন্দ্র' এবং অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় অভিনয় ৺ নবীনচন্দ্র দেবের বাটীর (গিরিশ বাবুর শ্বশুর বাটি) শ্যামপুকুরস্থ; তৃতীয় অভিনয় গড়পারস্থ জগন্নাথ দত্ত মহাশয়ের বাটী। চতুর্থ অভিনয় হয় শ্যামবাজারস্থ তোষাখানার দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্র মহোদয়ের বাটী—এই অভিনয়ে গ্রন্থকার বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁহার বন্ধুগণ শোভাবাজার রাজবাটীর বিজু বাহাদুর—প্রমুখ কুমার বাহাদুরগণ, বাবু গোপাল লাল মিত্র (পরে Vice-chairman-Calcutta corporation,) ডাক্তার দুর্গাদাস কর প্রভৃতি গণ্যমান্য সহরবাসীগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে নাট্যকার বলেন—"গিরিশ বাবু না থাকিলে নিমচাঁদ অভিনয় অসম্ভব। আমার বোধ হইতেছে নিমচাঁদ যেন গিরিশের জন্যই লিখিত হইয়াছে।" অর্দ্ধেন্দু বাবু জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় দ্বিতীয় দৃশ্যে অটলকে তিরস্কার করিয়া মৃদু পদাঘাত করায় "Improvement on the author" এইরূপ বলেন। বিজু বাহাদুর, গোপাল বাবু ও ডাক্তার দুর্গদাস প্রভৃতি সকলে এক বাক্যে নিমচাঁদ অভিনয়ের প্রশংসা করেন। গিরিশ চন্দ্রের নিমচাঁদ অননুকরণীয় ও অতুলনীয় একথা বলাই বাহুল্য।

অদ্যাবধি আর কেহ সেইরূপ অভিনয় করিতে পারেন নাই—এই কথাই প্রাচীনগণ এখনও বলিয়া থাকেন। তাই সেদিন গিরিশচন্দ্রের অন্ত্যেষ্টিতে শোকাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে Bengalee পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—About forty five years ago Girishchandra appeared in the inimmitable role of Nimchand in Dinabandhu's Shadhabar Ekadasi and when be awoke the next morning he found himself an actor" (আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ রায় দীনবন্ধু মিত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র মিত্র, এম, এ মহাশয়ই নাকি এই মন্তব্যের লেখক) পঞ্চম অভিনয় হয় বাগবাজার বসু পাড়ার সুবিখ্যাত সদরয়ালা—'হিন্দু ধর্ম্ম'-প্রণেতা ৺ লোকনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে। তারপরে খিদিরপুরের নন্দলাল ঘোষের বাটীতে ১২৭৬ সালের শারদীয় পূজারাত্রে ও সপ্তম অভিনয় চোরবাগানের সুবিখ্যাত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের (নাট্যমন্দির সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়দিগের মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের পুরাতন বাটী) এইরূপে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে এই সম্প্রদায় নাট্যাভিনয় করিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন এবং অল্প কাল মধ্যেই বাগবাজারের নাট্যসম্প্রদায়ের একটা প্রতিষ্ঠা ও সুনাম প্রচারিত হয়।

আর দু একটা কথা এই। দীনবন্ধুর সধবার একাদশীতে আবশ্যক বোধে কয়েক খানি সুসঙ্গত গীত কবি গিরিশ চন্দ্র কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাহার দু একটা নমুনা * ফুট নোটে দিলাম।

---

* পূর্ব্বে উল্লিখিত নটীর গীত—

('বাজে বাঁশীয়' সুরে)

১। কাল কোকিল তানে প্রাণে হানে শর।
প্রেমে আকুল ধাইল কত মধুকর।

প্রথম অভিনয় রজনীর দিন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর অভিনয় দেখিতে আসেন। অভিনয় দেখিয়া তিনি বলেন যে, অভিনয় যেমন উত্তম হইয়াছে stage তেমন ভাল হয় নাই। অতঃপর গিরিশ বাবু তাঁহাকেই Stage-manager হইবার ভারার্পণ করেন। সেই দিন হইতেই ধর্ম্মদাস বাবু আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের অঙ্গসৌষ্ঠববর্দ্ধনে যত্নবান ছিলেন। বঙ্গের এই প্রধান নাট্যপীঠ-শিল্পী কর্ত্তৃক রঙ্গ-মঞ্চ সজ্জার প্রথমানুষ্ঠান নাট্যশালা ইতিহাসের বিশেষ আবশ্যকীয় ঘটনা বলিয়া আমরা পরবর্ত্তী প্রস্তাবে তাহা লইয়া উপস্থিত হইব ও সেই সঙ্গে এই বাগবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত দীনবন্ধু বাবুর অন্যান্য নাটকাবলীর অভিনয় অনুষ্ঠানাদির কথা বিবৃত হইবে। পূজ্যপাদ গিরিশ বাবুর নিকট আমরা অনেকবার শুনিয়াছি তাঁহারা সকলে তখন—নাট্যাভিনয়কে একটা খেলার (Pastime) সামিল মনে করিতেন। তিনি

ঢ'লে ঢ'লে রসে ভ্রমে চুমে কুসুম অধর॥
অনিল চঞ্চল ধীর বহিল,
লুটিল পরিমল দিক মোহিল,
বিপিন নবীন মুঞ্জরিল;
চিত মোহিত হেরি শোভা,—বিরহিনী জর জর॥

২। নকুলেশ্বরের গীত,—
(মদিরা) তোমায় স'পেছি প্রাণ মন।
মাতাল মোহিনী, অশেষ রঙ্গিনী,
তরঙ্গিনী বিবিধ বরণ॥
হলে প্রবীণা, হও নবীনা,
তোমার ততই বাড়েলো যৌবন॥

বলিতেন, ধর্ম্মদাস বাবুর যত্ন ও পরিশ্রম না থাকিলে এ সমস্ত আমোদ আহ্লাদ খেলারই সামিল হইয়া উঠিত। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র এবং শিল্পী ধর্ম্মদাস আজ উভয়ই স্বর্গগত—অমরার "দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত নাট্যমন্দিরে" তাঁহারা কি উভয়ে আজ আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন?

এই স্থানে আমরা সধবার একাদশী অভিনয়ের প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

পত্রগুচ্ছ।

(শ্রীধীরাজকৃষ্ণ সোম লিখিত।)

প্রথম পল্লব—হৃদয়চুরি।

জীবনপুর, ৫ই বৈশাখ,

সোদর প্রতিম সুরেন্দ্র—

এই দশ বৎসর কাল কত দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিলাম—কত লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল ;—কোথাও কেহ আমার কাণা-কড়িও সরাইতে পারে নাই। কিন্তু কি কুক্ষণেই যে এতদিন পরে দেশে ফিরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখানে আসিয়া দুই দিন যাইতে না যাইতেই, এক জন আমার "অমূল্য রতন" হৃদয়টির উপর চক্ষুদান করিয়াছে।

এক শান্তপ্রকৃতিসম্পন্না কিশোরী (বোধ হয় ত্রয়োদশী) জলকেলি করিতে গিয়া পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মরিতেছিলেন,—উদ্ধার করিলাম। তা' তিনি এমনি কৃতজ্ঞা যে, প্রাণদাতার প্রাণটা চুরি করিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

আমি এত দিন দেশে ছিলাম না ;—এই দীর্ঘ দশ বৎসরে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি ;—এখানকার অনেককেই ভুলিয়াও গিয়াছি ; সুতরাং তুমি যদি এখন এই সাধুবৃত্তিশালিনী রমণীর পরিচয় জানিতে চাও, ত বলিতে পারিব না। এই ললনা-কুল-ভূষণটাকে উদ্ধারান্তে যেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, সেটা একটী কুটীর-মাত্র ;—সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, এটী দীন কুলোদ্ভবা। তা দীনের এত ভিরকুটী কেন—বলিতে পার ?

তুমি সর্ব্বদাই দেশে আসিয়া থাক, সুতরাং তোমার জানা শুনা থাকিলেও থাকিতে পারে। গ্রামের পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের বাড়ী। সংসারে কেবল মাত্র মাতা ও কন্যা,—সম্বল কুটীরখানি। কন্যাটীকে এক খানি ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও পর্য্যন্ত অবিবাহিতা বলিয়াই বোধ হইল, কারণ সীমন্তে সিন্দুরাভাব—অথচ বামহস্তে লৌহ কঙ্কন। অনুমান যে—অর্থাভাবে পরিণয় কার্য্য ঘটে নাই। এখন বলিতে পার এ রত্নটীকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারা যায় কি না? জান ত, আমি অর্থের প্রয়াসী নই, কেবল মনোমত ভার্য্যালাভ আমার উদ্দেশ্য। অতএব আশা করিতে পারি কি? না আবার আমায় দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে?

বর্ত্তমান অবস্থায় শারীরিক মন্দ নহে, কিন্তু মানসিক অবস্থা যে শোচনীয়, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমার বাটীর সংবাদ মঙ্গল। তুমি কেমন আছ? আজ এই পর্য্যন্ত—বিদায়।

অভিন্ন হৃদয়—বসন্ত।

দ্বিতীয় পল্লব—কান্নাহাটী।

জীবনপুর—৮ই বৈশাখ,

প্রিয়তম!

এতদিন পরে তোমার বন্ধু শরচ্চন্দ্রের হৃদয়-রত্নটী বুঝি বেহাত হয়! জমীদারদের বড়বাবু,—বসন্তকুমার এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শরতের সর্ব্বস্বটী একদিন জলে ডুবিয়া যাইতেছিল,—তিনি তাহাকে উদ্ধার করিয়াই দাবী করিয়া বসিয়াছেন। তা' তাঁহার দাবীটী বোধ হয় নিতান্ত আইন-বহির্ভূত হয় নাই,—কিন্তু এদিকে তা' হলে যে তোমার 'শরচ্চন্দ্র' অস্ত যায়;—আর আমারও নিশীথকুসুমটী

অকালে শুখাইয়া যায়। আবার এদিকে শরতের পিতারও ধনুকভাঙ্গা পণ,—"তিনটী হাজার" চক্‌চকে রৌপ্যখণ্ড না পাইলে শরতের বিবাহ দিতে নারাজ। সরোজের মায়ের কাছে বলিয়াই তিন হাজার—কারণ মেয়েটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও স্বগ্রামের,—নতুবা অন্যের নিকট এক চাপড়ের কম নহে।

সরোজের মা দুঃখিনী বিধবা,—গ্রামের পাঁচজনের সাহায্য এবং মাতা কন্যায় পৈতা কাটিয়া কষ্টে শ্রেষ্টে সংসার চালাইয়া থাকেন। সুতরাং অত টাকা পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব,—আর সেই জন্যই এই শুভমিলনে অন্তরায় অনেক। এদিকে বসন্তকুমার সরোজের মায়ের কাছে নিজ অভিপ্রায়ও একপ্রকার জানাইয়াছেন। আর তিনি প্রত্যহই নানাবিধ ছল ছুতা করিয়া তথায় যেরূপ ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন,—তাহাতে যে কি দাঁড়ায় বলা যায় না। সরোজের মা কিন্তু কন্যার মুখ চাহিয়া এখনও কোন কথা দেন নাই,—কেন না তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যা,—তাহাকে অসুখী দেখিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তবে যদি শরতের অর্থলোলুপ পিতামহাশয়, নিতান্তই গররাজী হন,—দরিদ্রার কন্যা বলিয়া নিজের পণ ভুলিয়া না যান, তাহা হইলে তিনি কি বসন্ত বাবুর মত সুপাত্রটীকে হাতছাড়া করিবেন?—হয়ত সে ক্ষেত্রে শরতেরই কপাল ভাঙ্গিবে,—এবং সঙ্গে সঙ্গে সরোজকুসুমও শুখাইয়া যাইবে। তখন যে বড়ই মুস্কিল হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। এ মুস্কিলের আসান একমাত্র তুমি। প্রিয়তম! তুমিই আমার বলবুদ্ধি ভরসা সব। সরোজের কান্নাত আর দেখা যায় না; কি করিব বল? এ মুস্কিলের আসান তোমাকে করিতেই হইবে। তুমি উকীল মানুষ, তোমার নিকট পরামর্শ চাহিলাম, এই বার বোঝা যাইবে তোমার ওকালতী বুদ্ধিতে কি করিতে পার।

বসন্ত বাবুর সহিত তোমার বন্ধুত্ব আছে, সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া

বলিলে তিনি কি নিরস্ত হইবেন না? যাহা হয় শীঘ্রই সুপরামর্শ দিবে। আমরা ভাল আছি। দাসীর কথাগুলি যেন ভুলিও না। ইতি

তোমার সেই—বিনো।

পোড়ার মুখী

তৃতীয় পল্লব—উপদেশ।

কলিকাতা ১২ই বৈশাখ,

প্রাণের বিনোদিনি!

তোমার পত্র খানি পাইয়া সমস্তই অবগত হইয়াছি। তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী হইয়াছি। ঈশ্বরানুগ্রহে আমিও এখানে শারীরিক কুশলে আছি। মানসিক অবস্থা বোধ হয় তোমার অগোচর নহে।

সরোজ সম্বন্ধে তুমি যে পরামর্শ চাহিয়াছ, তাহাতে আমি বলি কি যখন শরতের সঙ্গে বিবাহ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব, তখন আর বৃথা কান্নাকাটী করিলে ফল কি হইবে? হিন্দুর মেয়ে, একজন কে ত বিবাহ করিতেই হইবে, চিরকুমারী থাকিলে ত চলিবে না। বিশেষতঃ বাপ মা যাঁহার হাতে দিবেন, তাঁহারই ঘর করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে বসন্তকুমারের মত রূপবান, গুণবান ও ধনবান লোক তখন তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়াছেন, তখন সে বিষয়ে অমত করিয়া লাভ কি? আমার বিবেচনায়, সরোজকে তুমি সমস্ত কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবে।

বসন্তকুমারের সরোজ সম্বন্ধে লিখিত পত্রখানিও এই সঙ্গে পাঠাইলাম, নিজে পাঠ করিয়া সরোজকে পড়িতে দিবে। বসন্তের পত্রের আমি এখনও কোন প্রত্যুত্তর দিই নাই। তোমার পত্র না পাইলে

তাহাকে পত্র লিখিব না। অতএব তোমাদের উভয়েরই মতামত শীঘ্র জানাইবে।

তোমারই সুরেন্দ্র।

চতুর্থ পল্লব—প্রেমোল্লাস।

জীবনপুর, ১৫ বৈশাখ।

বন্ধু হে! আজকাল আমি এক চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, সেই বিদ্যা-বলে দিবানিশি এক সংজ্ঞাহীনা বালিকার মূর্চ্ছিত সৌন্দর্য্য আমার লোচন সমক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি। শুধু তাই নয়, আজকাল আমি আবার সাধকও হইয়া পড়িয়াছি। আমি "সরোজিনী" মন্ত্রের উপাসক; দিবারাত্র সেই সরোজিনী' নাম সাধনা করিতেছি। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যে আজ কাল আমি কত ব্যস্ত। তবুও দেখ তোমাকে উপর্য্যুপরি দুই খানি পত্র লিখিলাম, কিন্তু তুমি আজ পর্য্যন্ত আমার প্রথম পত্রের উত্তর দিলে না। এ তোমার ভারি অন্যায়!

তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে,. এই সংজ্ঞাহীনা বালিকাটীই বা কে? আর সরোজিনীই বা কে? বন্ধু, "এ্যা" ও যে "অ" ও সেই? দুই এক মূর্ত্তি, দ্বিমূর্ত্তি নহে। মূর্ত্তি এক বটে কিন্তু আমায় কার্য্য করায় দ্বিবিধ। আরও যে কত বিধ, করাইবে, তাই বা কে জানে? এখন এই পর্য্যন্ত।

আমার চিত্রবিদ্যার আদর্শে, আমার সাধনার মূলমন্ত্র সরোজিনীতে, আর আমার পূর্ব্ব পত্রে কথিত সেই জল নিমজ্জিত সুশীলা বালিকাটীতে কোনই প্রভেদ নাই। তিনেই এক আর একেই তিন।

আজ কাল এই তিনের বাটী আমার অন্ততঃ দিনের মধ্যে দশবার যাওয়া চাই, নইলে প্রাণ বাঁচে না। সরোজিনী দুঃখিনীর দুহিতা, পিতৃহীনা। মায়ে ঝিয়ে সুতা কাটিয়া, পৈতা তুলিয়া, যাহা উপা-

র্জন করে, তাহাতেই উভয়ের এক প্রকার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। তুমি কি ইহাদের চেন?

আমি স্বয়ং ঘটক হইয়া বিবাহের কথা পাড়িয়াছি। আজও কোন পাকা জবাব পাই নাই। দেখি অদৃষ্টে কি আছে?

বর্ত্তমানে আমার শরীর ও মন উভয়ই কথঞ্চিৎ সুস্থ, তুমি কেমন আছ? ইতি

অভিন্ন হৃদয়—বসন্ত।

পুনঃ—সরোজিনী সম্বন্ধে তোমার আর কোন সন্ধান লইবার প্রয়োজন নাই। বঃ

পঞ্চম পল্লব—তিরস্কার।

জীবনপুর, ১৭ বৈশাখ।

প্রিয়তমেষু—

তোমার ১২ই তারিখের পত্রে সরোজিনী সম্বন্ধে যাহা পরামর্শ পাইয়াছি,—তাহাতে আর কোন সময়ে তোমার নিকট যে আবার কোন পরামর্শ লইব, তাহার প্রবৃত্তি নাই। লোককেও পরামর্শ দিব তোমার ন্যায় উকিলকে কখনও যেন কেহ কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত না করে। পয়সা দিয়া লেখা পড়া শিখিয়া এমন মূর্খ উকিলের পসার কিরূপে হয় জানি না। তোমাদের পুরুষ জাতি এমনই হৃদয়হীন বটে যে তোমরা যত শীঘ্র লোককে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে পার, আমরা তাহা পারি না। আর শীঘ্র পারাপারিই বা কি—যাহাকে একবার মনপ্রাণ হৃদয় সমর্পন করা যায়, তাঁহাকে জীবনান্ত না হইলে ভুলিতে পারি না।

তুমিই না একদিন আমাকে বলিয়াছিলে যে, যে রমণী একজনকে

মনে মনে ভাল বাসিয়া অন্যকে বিবাহ করে,—সে দ্বিচারিণী! তবে আজ আবার এ কি পরামর্শ দিয়াছ?—সরোজিনীকে তুমি ব্যভিচারিণী হইতে উপদেশ দাও না কি?

বসন্ত বাবুর পত্রখানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তা' দুঃখিনীর প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ কেন? যাহা হউক, তাঁহাকে সবিশেষ জানাইয়া একবার ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিও। তিনি যদি হৃদয়বান লোক হয়েন, তাহা হইলে দুঃখিনীর দুঃখ বুঝিয়া নিরস্ত হইবেন। নতুবা অভাগিনীর অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়।

আমরা ভাল আছি। তুমি কেমন আছ? যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে তাহা করিবে। অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। দাসীর প্রণাম জানিবে। ইতি

চিরাধিনী—বিনো।

ষষ্ঠ পল্লব—পরামর্শ।

কলিকাতা, ২০ বৈশাখ,

প্রিয় বসন্ত,

তোমার দুই খানি পত্রই যথাসময়ে পাইয়াছি।—এত দিন তোমার পত্র দুই খানির প্রত্যুত্তর না দিয়া অপরাধ করিয়াছি। আশা করি, নিজ সহৃদয়তাগুণে বন্ধুর অপরাধ মার্জ্জনা করিবে।

তোমার দ্বিতীয় পত্রে, তুমি সরোজিনী সম্বন্ধে (তাহাকে আমি বিলক্ষণ চিনি) আর কোন সন্ধান লইতে বারণ করিয়াছ বলিয়া, আমিও তৎসম্বন্ধে উদাসীন আছি। তবে তোমার উল্লিখিত পত্রখানি হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সম্বন্ধে যে কথা গুলি জানিতে পারিয়াছি,—কর্ত্তব্যানুরোধে, তোমাকে জানাইতে বাধ্য হইলাম।

তুমি লিখিয়াছ,—"আমার সরোজিনী"—কিন্তু আমি বলি যে "তোমার' নহে—শরচ্চন্দ্রের সরোজিনী" !—(শরৎকে বোধ হয় ভুলিয়া যাও নাই) আর সরোজিনীর ও শরৎ চন্দ্র বটে। এত দিন কবে ওই "দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিয়া যাইত"—কেবল শরতের অর্থ প্রিয় পিতা তিন হাজারী সিন্দুক খুলিয়া বসিয়া আছেন বলিয়া, তাহা কিছু অন্তরায় দাঁড়াইয়াছে। সরোজিনীর মাতার আর্থিক অবস্থাও তুমি অনবগত নহ।

তোমার দ্বিতীয় পত্রখানি পাইবার পূর্ব্বেই সরোজিনী সম্বন্ধে উল্লিখিত তথ্যগুলি জানিতে পারিয়াছি, এখন তুমি হয় ত বুঝিতে পারিতেছ যে,—সরোজিনীর মাতা কন্যাদায়ে পড়িয়া যদিই বা তোমার ন্যায় সুপাত্রকে কন্যাদান করেন,—কন্যা কিন্তু তোমাকে হৃদয়দান করিবে না,—তাহার সে ক্ষমতা নাই ; বহুদিন পূর্ব্বেই সে তাহার হৃদয়টী হারাইয়া বসিয়াছে। তাহা থাকিলে, সে তাহার জীবনদাতাকে এই সামান্য উপহার প্রদান করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইত না। সুতরাং ইহাতে উভয়েরই জীবন যে চিরকাল মরুভূমির ন্যায় ধুধু করিবে তাহা লেখাই বাহুল্য।

আমি জানি যে, তুমি এই কথাগুলি শুনিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিবে, হয় ত আবার দেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবার কল্পনা করিবে। কিন্তু আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—তাহা করিও না। তুমি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিও দেখি—সরোজিনীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা, তাহা প্রকৃত—না—রূপজ মোহ! আমি ত বলি সেটা তোমার রূপজ মোহ মাত্র। তুমি এ কয় দিনে তাহার এমন কি গুণ দেখিলে, যাহাতে তোমার চিত্ত তাহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে ? আমার ত অনুমান যে তেমন কিছুই ঘটে নাই। অতএব ভাই, বৃথা রূপ মোহে মুগ্ধ হইয়া একটা কিছু অকাণ্ড করিও না। একটী সরলা বালিকার চির-

পোষিত বাসনার মূলে ছাই দিও না। ছি! ছি! লোকে বলিবে কি? চিত্ত সংযত কর।—চিত্ত সংযত করা মুখে বলা অপেক্ষা যে কাজে ঢের কঠিন, তাহা আমি জানি। কিন্তু ভাই! স্মরণ রাখিও যে, পুরুষের পুরুষত্ব কেবল ইহাতেই। আমি তোমাকে সংযত পুরুষ বলিয়াই জানি। দুই দিন অন্য বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া দেখিবে যে সব ক্রমশই ভুলিতে থাকিবে। রূপজ প্রেম বালির রচনা—দুই দিনেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আশা করি, আমাদের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। ইতি

অভিন্ন হৃদয়—সুরেন্দ্র।

সপ্তম পল্লব—নরদেবতা।

জীবনপুর, ২৯শে বৈশাখ,

স্বামিন্!

পূর্ব্ব পত্রে তোমাদের পুরুষ জাতিকে যে কতকগুলি গালি দিয়াছি,—গত পরশ্ব ২৭শে তারিখের রাত্রিতে এখানে এমন একখানি মিলনান্ত নাটকাভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমাকে সে গুলির প্রত্যাহার করিতে হইতেছে,—কেননা তোমরা উকিল মানুষ, পাছে কোনরূপে মানহানির দায়ে অভিযুক্ত হই। এই নাটকের নায়ক—শ্রীমান শরৎচন্দ্র, আর নায়িকা শ্রীমতী সরোজিনী। রচয়িতা—নরদেবতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার।

আর কিছু কি বলিতে হইবে? তবে শোন—ঐ দিনে শরৎ-সরোজিনীর চারিহাত এক হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শরতের পিতার হাজারী সিন্ধুক তিনটী অবশ্যই পূর্ণ হইয়াছে। তুমি হয় ত জেরা করিবে—সরোজিনীর মাতা ত নিঃস্ব, টাকা কোথা হইতে আসিল? পূর্ব্বে যে বসন্ত বাবুর প্রতি অযথা অনুযোগ করিয়াছিলাম; তিনি

শুধু সেই টাকা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—এ বিবাহের সমুদয় উদ্যোগ ও ব্যয় নির্ব্বাহ তিনিই করিয়াছেন। এরূপ না হইলে এ শুভ সম্মিলন কখন ঘটিত না। হঠাৎ কাজ হইয়া গেল বলিয়া, তোমাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইও না;—তোমার পুরস্কার তুমি অবশ্যই পাইবে। আমি জানি যে এ ঘটনার ঘটক তুমি; তোমারই ওকালতীতে এই অঘটন ঘটিয়াছে। সুতরাং তোমার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে না। আমার নিকট হইতে কড়ায় গণ্ডায় আদায় পাইবে। আমি তজ্জন্য দায়ী রহিলাম।

এখন শরৎ ও সরোজিনী উভয়েই সুখের সরোবরে ভাসিতেছে। আর বসন্তকুমার।—তিনিও কি সুখী হন নাই? তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া ত কিছুই বুঝা যায় না। বিবাহের দিন তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে, তাঁহার অধর প্রান্তে মধুরহাসি দেখিয়া তাঁহাকে সুখী বলিয়াই মনে হয়। এই শুভ সম্মিলনের একমাত্র উদ্যোক্তা তিনিই। তিনি মুক্ত হস্ত না হইলে এ দুটী হৃদয় যে কি ভাবে কোথায় ভাসিয়া যাইত তাহা বলিতে পারিতাম না। তিনি যে এত উদার, এমন মহৎ, আর তাঁহার ভালবাসা যে এত নিঃস্বার্থ, তাহা কখনও কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। আজ তাঁহারই মহত্বে শরৎ ও সরোজিনীর মুখে হাসি ধরিতেছে না।

এখন এস, তোমার দেবপ্রকৃতি বন্ধুকে আলিঙ্গন করিবে এস!—আর সেই সঙ্গে একবার শরৎ ও সরোজিনীর মিলনানন্দ দেখিবে এস। এখনও কি কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে—একবার কি এই আনন্দে যোগ দিতে ইচ্ছা হইতেছে না? অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি

তোমারই চিরদাসী—বিনো।

রঙ্গালয়ে নানারঙ্গ ।*

(নাট্যানন্দ লিখিত)

সম্পাদক ভায়া !

তোমাদের থিয়েটার দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিতে হয়, সুতরাং রবিবারে কিছু লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও লিখিয়া উঠিতে পারিনা। বয়সও বিস্তর হইয়া পড়িল,—চোখে কাণে ভাল দেখিতে শুনিতে পাইনা, লিখিতে গেলে হাত কাঁপে,—অথচ মাঝে মাঝে কিছু না লিখিলে তুমিও বুড়োকে জ্বালাতন করিতে ছাড়না! রঙ্গালয়ের নানা রঙ্গ দেখিয়া আমি বিভোর হইয়া থাকি! আজ চল্লিশ বৎসরের অধিক বঙ্গ রঙ্গালয়ের নানা রঙ্গভঙ্গ দেখিয়া কত আনন্দই উপভোগ করিলাম এবং এখনও করিতেছি। সেদিন আমার ছোট নাতিটী একখানি বিজ্ঞাপন আনিয়া আমার কাছে আব্দার ধরিয়া বসিল, "দাদু! "আমি" থিয়েটার দেখ্‌তে যাব!" আমি বলিলাম—"আচ্ছা, শনিবারে "খাস-দখল" দেখিয়ে আন্‌ব!" সে বলিল,—"একদিন গ্র্যাণ্ড, ন্যাশানালে "আমি" দেখ্‌তে যাব! তুমি "আমি" দেখেছ?" আমি বালকের কথার ভাব কিছু বুঝতে পারিলাম না; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি" দেখ্‌ব কি রে?" বালক তখন একখানি বিজ্ঞাপন আমার হাতে দিয়া বলিল, "এই দেখ—গ্র্যাণ্ড্ ন্যাশানালে "আমি" বই খুলেছে!" বিজ্ঞাপনটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম—ব্যাপারও এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিলাম। বিজ্ঞাপনে "নিবেদক—আপনাদের চিরানুগত (দীন) নেপেন।" "পরমারাধ্য সুধীবৃন্দ ও মাতৃরূপিণী বঙ্গ-ললনাচরণে দীনের বিনীত নিবেদন।" বড় অক্ষরে "আমি কে?" উঃ!—সদা-সর্ব্বদা ফিট-বাবু-বেশধারী স্বর্ণ-নির্ম্মিত-ঘড়ীঘড়ীরচেইনসুশোভিত নানা

---

*এই পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদকদায়ী নহেন।

প্রোপ্রাইটারের নিকট বড় বড় "বোনাস্"-প্রাপ্ত অথচ "দীন নেপেন্" এই রহস্যপূর্ণ অসার অনিত্য সংসারে কি ভীষণ প্রশ্ন করিয়াছেন,—"আমি কে!" সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত যুগযুগান্তর একাসনে অনশনে কঠোর তপস্যা করিয়া কত কত মহাযোগী ঋষিগণ যে মহাকঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, "গুণহীন নগণ্য-তুচ্ছ"—(তাঁহার নিজের কথাতেই বলিতেছি)—কেমন করিয়া এ ভয়ঙ্কর প্রশ্ন করিলেন, "আমি কে?" হায় নেপেন! তুমি কে—কোথা হইতে আসিয়াছ—আবার কোথায় যাইবে—এ সব কথার কি ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের দ্বারায় মীমাংসা হইতে পারে? ভায়া! নেপেন কি বলিয়াছে তাহা শোন;—"আজ আপনাদেরই অনুগ্রহ ও কৃপায় আমাকে বঙ্গীয় নাট্যজগতে আপনারাই গণনীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।" তা করিয়াছেন;—যথার্থই সহৃদয় দর্শকবৃন্দ যথেষ্টই অনুগ্রহ ও কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন! দর্শকবৃন্দের অনুগ্রহ ও কৃপা কিছু বুঝিবার যো নাই! তাঁহাদের কৃপা ও অনুগ্রহের স্রোত কখন্ কোন্ দিকে—কি ভাবে প্রবাহিত হয়—তাহা নির্ণয় করে কা'র সাধ্য! নইলে গিরিশচন্দ্রের "ম্যাক্‌বেথ" ভাসিয়া যায়,—আর "আবুহোসেন" সমাদর লাভ করে? ক্ষীরোদবাবুর "সাবিত্রী", "রঞ্জাবতী", "বাঙ্গালার মসনদ" ইত্যাদি নাটক লোকের মনোমত হয় না—আর "আলিবাবা" পিতারও অধিক সম্মান লাভ করিল! নেপেন যে বলিয়াছে,—"এ সৌভাগ্যলাভ আমার এ জীবনে হইবে, কখন কল্পনায় বা ধারণায় ছিল না।" সত্য বটে—আমাদেরও তাই বিশ্বাস! কিন্তু কি শুভক্ষণেই ভায়া অমরেন্দ্র! তুমি ক্লাসিক থিয়েটার খুলিয়াছিলে,—"আলিবাবা" গীতিনাট্য হৈ হৈ রৈ রৈ করিয়া অভিনয় করিয়াছিলে,—সুপুরুষ সুশ্রী নেপেনের চাঁদমুখে তেলকালী মাখাইয়া "আবদালা" সাজাইয়া আসরে ছাড়িয়াদিয়াছিলে,—সেই সময় হইতেই নেপেনের হৃদয়ে এই গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইতে

লাগিল,—"আমি কে!" নেপেনের পদে পদে আশঙ্কা "কোনরূপ ত্রুটী বা অপরাধে আপনাদের সেই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হন"। আমি নেপেনকে এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি—আমাদের দেশের দর্শকবৃন্দ বড় ক্ষমাশীল! তাঁহাদিগকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই! ক্লাসিক মিনার্ভা, কোহিনূর ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চে তো নেপেন ইহার নানাপ্রকার প্রমাণ পাইয়াছেন। তবে নেপেনকে একটা বিশেষ অনুরোধ করি যেন তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার "উপস্থিত অশ্রুসংস্রব—বিচ্যুতির কারণ" সাধারণে না প্রকাশ করেন! উঃ! ভায়া! নেপেনের কৃতজ্ঞতার গভীরত্ব কি মাপিয়া পাওয়া যায়? আবার কি বলিয়াছে জান? "গ্র্যাণ্ড ন্যাশানালে কেন যোগদান করিলাম? অর্থলোভে? স্বার্থসাধনে?—"না"—কেবল কৃতজ্ঞতার প্রতিদানে।" আরও আছে—শোন শোন! "এই থিয়েটারকার্য্যে আমায় কে ব্রতী করিয়াছে, আমার সোদরপ্রতিম "চুণীলাল"—কে আমায় অভিনেতা ও নৃত্যশিক্ষক করিয়াছে—আর কেহই নয়—"চুণীলাল" যাহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ ও চিরঋণী। এতদিন সে ঋণ কিঞ্চিৎ প্রতিশোধের অবসর পাই নাই—" এইবার "ষ্টার"—"মিনার্ভা"—কহিনূর প্রভৃতির দরজায় আগড় দেখিয়া বিষম রাগিয়া "চুণীলালের" প্রতি কৃতজ্ঞতা চাগিয়া উঠিল! হায় হায়! ভায়া অমর! তোমার কি অদৃষ্ট! চুপি চুপি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার টাকাগুলো কি মেকি? বাজেনা? ঢ্যাব্ ঢ্যাব্ করে? ভাল—ভাল—"চুণীলালের" অদৃষ্ট এতদিনে বোধ হয় খুলিল! আহা বেচারার যেন মঙ্গলই হয়। বাস্তবিক তাহার মঙ্গলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব! তবে নেপেনকে বলি,—অমর দত্ত—মনোমোহন পাঁড়ে—শিশির রায়—প্রভৃতি প্রোপাইটারগণকে যেরূপ "কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন" করিয়াছেন,—"ভাই চুণীলালকে" যেন সেরূপ "কৃতজ্ঞতা" না দেখান! ও বিষম করুণাবেগ "চুণীলালের" পলুকাঘাতে সহ্য করা বড়ই দুরূহ!!

ভায়া অমরেন্দ্র! ক্ষেত্রমোহন মিত্র নামক তোমার একজন অভি-নেতা ছিলেন না? তাঁহাকে নাকি তুমি ডিস্‌মিস্ করিয়াছ? সেদিন কা'দের দেয়ালে যেন বড় কাগজের প্ল্যাকার্ডে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে,—"ক্ষেত্রমোহন মিত্র কহিনুর থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন।" তা—থিয়েটারে কত অভিনেতা আসিতেছে, যাইতেছে—তাহার কে কত ঠিকানা করে?

ভায়া! তোমার হাণ্ডবিলবিতরণকারী গিরিধারীকে নাকি একবার তুমি থিয়েটার হইতে তাড়াইয়াছিলে? সে কিন্তু একদিন একটা বড় মজা করিয়াছিল—তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। বেকার অবস্থায় সে একদিন কোন একজন থিয়েটার—প্রোপ্রাই-টারের নিকট গিয়া চাকুরী প্রার্থনা করে। প্রোপ্রাইটার মহা-শয় তাহাকে "কাজের লোক" বলিয়া নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গিরি! তুমি কত মাইনে চাও?" গিরি বলিল —"আজ্ঞে—মাইনে আপনি আমার বাবুর মতন দিতে পার্ব্বে না! তা নেভর মাইন্—অর্থাৎ Never mind—৫।৭ টাকা না হয় কমই দেবে বাবু! মোদ্দাৎ—আমি যে আপনার থিয়েটারে এসে জাইন্ (join) করেছি—রাস্তায় রাস্তায় বড় বড় প্ল্যাকাটে তাই লিকে লোকদেরকে জানিয়ে দিতে হবে।" গিরিধারীর কথা শুনিয়া আমি তো অবাক্! কি সর্ব্বনাশ—এ বলে কি? যাক্—সেটা কখন' কার্য্যে পরিণত হইতে দেখি নাই।

ভায়া! তোমাদের রঙ্গালয়ে নানারঙ্গ দেখিয়া আমি বৃদ্ধ বয়সে মজ্‌গুল্ হইয়া আছি। আরও কিছুকাল বাঁচিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে আরও কত কি রঙ্গ দেখিতে শুনিতে পাইব। তা—যম কি ছাড়িবার পাত্র? ইতি

আশীর্ব্বাদক—শ্রীনাট্যানন্দ দেবশর্ম্মা!

4175

নাট্য-প্রসঙ্গ।

'ষ্টার' থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' নামক নূতন সামাজিক নাটকের মহলা চলিতেছে। শীঘ্রই অভিনীত হইবে।

* * * * *

প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ মিত্র পুনরায় 'ষ্টার' থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন। উপেন্দ্র বাবু নাট্যকলায় অভিজ্ঞ এবং কার্য্যদক্ষ; 'ষ্টারে' তাঁহার নিয়োগে নাট্যামোদী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

* * * * *

গত বৈশাখের 'নাট্যমন্দিরে' সুকবি শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত "নববর্ষ" শীর্ষক কবিতায় বীরেন্দ্রবাবুর নাম প্রকাশস্থলে 'মিত্রের' পরিবর্ত্তে ভ্রমক্রমে 'রায়' মুদ্রিত হইয়াছিল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা এই ভ্রমের উল্লেখ করিলাম।

* * * * *

সুকবি শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'দুনিয়া দর্শন' নামে এক খানি অভিনব উপন্যাস লিখিয়াছেন,—মুদ্রিত হইতেছে। রহস্য-চিত্রাঙ্কনে ভূপেনবাবু সিদ্ধ হস্ত। আশা করি তাঁহার 'দুনিয়া দর্শন' দুনিয়ার নানা রহস্য তথ্য লইয়া শীঘ্রই জনসমাজে বাহির হইবে।

* * * *

নাট্যমন্দিরের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'থিয়েটার' নামক এক খানি সচিত্র নাট্যোপন্যাস মুদ্রিত হইতেছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বঙ্গসাহিত্যে নাট্যোপন্যাস নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; নাট্যামোদীগণের নিকট এই উপন্যাসের

যথেষ্ট আদর হইবার সম্ভাবনা। মণিবাবুর 'থিয়েটার' দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

* * * *

ই, আই, রেলওয়ের সুপ্রসিদ্ধ এজেণ্ট মহানুভব স্যার উইলিয়ম ড্রিং সাহেব কাল্‌কা পর্য্যন্ত ভ্রমণের জন্য সাতখানি ফাষ্ট ক্লাসের 'সম্মান কার্ড' দিয়া অমরবাবুকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। অমরবাবু চারি সপ্তাহ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া সুস্থ-শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী নরীসুন্দরী—খাস-দখলে "মোহিতের" চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন! দর্শকবৃন্দের জনতা পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। কোনও একটা নূতন রকম দেখিতে সকলেরই সাধ হয়!

* * * * *

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিডনষ্ট্রীটে নাটকের 'ওয়েলা'র জুড়ি হাঁকাইয়া দিয়াছেন! মিনার্ভায়—'মিডিয়া' এবং কোহিনূরে—'খাঁজাহান।'—বিদ্যাবিনোদের জুড়ির দৌড় দেখিবার জন্য নাট্যামোদীগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। গত বৎসর এমনই সময় 'ষ্টার' থিয়েটারে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নাটকের 'ওয়েলার' এবং নাট্যলীলার 'টাট্টু' চালাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার দৌড় আদৌ জমে নাই। এবার বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দৌড়ে জিতিলে আমরা আনন্দিত হইব।

* * * * *

গত শনিবার ১৫ই আষাঢ় কলিকাতা সরস্বতী-নিকুঞ্জ সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক—তাঁহাদিগের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে বাজীরাও নাটকের অভিনয় হইয়াছিল! সহরের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উক্ত অভিনয়ে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। গৌতমা, বাজীরাও, রণজীর ভূমিকায় অভিনেতৃগণ বিশেষ প্রশংসনীয়;

অন্যান্য অভিনেতাগণ স্ব স্ব ভূমিকায় কৃতিত্ব কিছু কম দেখান নাই। "মস্তানীর" ভূমিকায় যে নবীন যুবক অভিনয় করিয়াছিলেন—তিনি অল্প বয়সেই সঙ্গীত-বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। গত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে উক্ত সম্প্রদায় মহা সুখ্যাতির সহিত "সৎসঙ্গ" অভিনয় করিয়া তিনখানি স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা উক্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

* * * * *

আগামী ২৭ শে জুলাই 'কোহিনুর' থিয়েটারের 'ভিটেমাটী' নিলামে উঠিবে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে!—এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।—সমবায় মূলধনে 'কোহিনুর' 'ইলিসিয়ম' থিয়েটারে পরিণত হইবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহা কি কর্পূরের মতন উপিয়া গেল? সংবাদপত্রে 'কোহিনুরের' এই বিপদ্ ঘোষণা,—আবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নাটকের চিত্তচমকপ্রদ ইস্তাহার! জনরবে প্রকাশ, নবাব খাঁজাহান যেখানে যেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই একটা না একটা ধাক্কা দিয়া আসিয়াছেন,—'কোহিনুরে' তাঁহার আসন পড়িতে না পড়িতেই একেবারে ভিটে-মাটি-চাঁটির ব্যবস্থা!—নবাবের অপার মহিমা!

* * * * *

বিলাতে পেশাদারী নাট্যশালার ন্যায়—অনেকগুলি পেশাদারী গীতাগার আছে। এই সকল গীতশালায় টিকিট কিনিয়া প্রবেশ করিতে হয়! এখানে গায়ক-গায়িকা কর্ত্তৃক নানাপ্রকার গানের অনুষ্ঠান হয়। গীতানুরাগী নরনারী এই সকল গীতাগারে গিয়া গান শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করেন; সম্প্রতি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাজ্ঞী মেরীর সহিত এরূপ একটি পেশাদারী গীতাগারে সহসা গান শুনিতে গিয়াছিলেন। সম্রাট-দম্পতি বিনাড়ম্বরেই গীতশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন,

প্রথমে তাঁহাদিগকে কেহই চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু এ ব্যাপার অধিকক্ষণ গুপ্ত থাকে নাই। সম্রাট-দম্পতির এই প্রকার আচরণে বিলাতের সংবাদপত্র-মহলে ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়িয়া গিয়াছে!—রুচিবাগীশ! কি বলেন?

* * * * *

বিগত বুধবার ১৯শে আষাঢ় সুদুরপ্রদেশ হইতে সমস্ত এম, এ পরীক্ষার্থীগণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরোধে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ অমৃত বাবুর অমৃতময়ী নাট্যলীলা "খাসদখলের" একটী বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৮ই আষাঢ় এম, এ পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল—সুতরাং পরীক্ষার্থীগণ শনিবার পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থানের অসুবিধা কারণ ইংরাজি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে এবং কয়েকজন পরীক্ষার্থী যুবক আসিয়া অমৃতবাবুকে বুধবারে "খাসদখল" অভিনয় করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করেন। ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে অনুরোধ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ষ্টারের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন! অভিনয় দেখিয়া উচ্চ শিক্ষিত যুবকগণ নাটক নাট্যাকার এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন! ভালর সবই ভাল!!

* * * * *

বিগত ৩১ শে মে,১৯১২ শুক্রবার "ষ্টার রঙ্গমঞ্চে" সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক পরিচালিত সুপ্রসিদ্ধ "এফ্, ডি, ইউনিয়নের" সভ্যগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের ঊনবিংশ অভিনয় ক্ষীরোদ বাবুর "নারায়ণী" অভিনীত হইয়াছিল। উপন্যাস ক্ষীরোদ বাবুর—কিন্তু নাটক ভূপেন বাবুর। এফ্-ডি-ইউনিয়ন্ অর্থাৎ ফ্রেণ্ড্স্ ড্রামাটিক ইউনিয়নের সুশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ সাত আট বৎসর পূর্ব্বে উক্ত নাটক "নারায়ণী" বিডন্ ষ্ট্রীটে ক্লাসিক এবং হ্যারিসন্ রোডে গ্র্যাণ্ড্

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়াছিলেন! বহু দিন পরে "নারায়ণী" তাঁহারা পুনরাভিনয় করিলেন। ভূপেন বাবু স্বয়ং সদাশিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা বাহুল্য—কারণ "নারায়ণীর" ন্যায় এরূপ সুকঠিন নাটক অন্য কোন আধুনিক অবৈতনিক সম্প্রদায়ের কথা দূরে থাকুক—অনেক সাধারণ রঙ্গালয়কর্ত্তৃক অভিনীত হওয়া দুষ্কর! চারি শতাধিক পৃষ্ঠাপূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস "নারয়ণীকে" পাঁচ ঘণ্টার পাঁচ অঙ্ক নাটকে পরিণত করিয়া নাট্যকার ভূপেন বাবু আট বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার-নাট্য রচনাশক্তির যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে যথার্থ ই বিস্মিত হইতে হয় বটে। যে সময় ক্ষরোদ বাবু উক্ত "নারায়নী" নাটক স্বয়ং নাটকাকারে পরিণত করিয়া তাহা "ষ্টার সম্প্রদায়কর্ত্তৃক অভিনয় করান—সেই সময়ই ভূপেন বাবুর নারায়ণী এফ-ডি-ইউনিয়নকর্ত্তৃক ক্লাসিক ও গ্র্যাণ্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। স্বয়ং ক্ষীরোদ বাবু বলিয়াছিলেন, "আমার নারায়ণী অপেক্ষা ভূপেনের "নারায়ণী" হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে!" ভূপেন বাবুর পক্ষে বাস্তবিক ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে! তিনটী সাহেব হার্লি-ব্রাউন-গ্রেটগ্রেডের অভিনয়—(তাহাদের ইংরাজিতে কথাবার্ত্তা চালচলন) দেখিয়া যথার্থই লোকে ঠিক বুঝিতে পারিলেন না—উহাঁরা যথার্থই ইংরেজ কি বাঙ্গালী! এরূপ অভিনয় এফ্-ডি-ইউনিয়নের ন্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর স্থাপিত বহু পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায়েরই উপযুক্ত এবং যে সম্প্রদায়ের ডিরেক্টার শ্রীযুত ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সার্থক তিনি ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলিকাতার সহরে ইহাকে আদি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজকাল যেমন পল্লীতে পল্লীতে—ক্লাব বসিয়াছে, বৎসর দশ বারো পূর্ব্বে সহরে এত অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় ছিল না—সুতরাং এফ্-ডি ইউনিয়নই আধুনিক সম্প্রদায়ের পথ প্রদর্শক। এই এফ্-ডি-ইউনিয়ন

সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখিতে ভদ্র লোকে দূর দেশান্তর হইতে আসিয়া থাকেন; এই সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখিবার জন্য লোকে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে কলিকাতার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের এত খাতির ছিল না। সে সময় প্রায় এইরূপই দেখা যাইত কয়েকজন বকা-ছেলে মিলিয়া একটা ঘর ভাড়া করিয়া খান দুই মাদুর—এক জোড়া বাঁয়া তবলা—একটা ভাঙ্গা টেবিল হারমোনিয়ম আর একখানা গিরিশ বাবুর বই লইয়া—এক কোনে কতকগুলি টিকে—খানিকটা তামাক—গোটা দুই হুঁকা রাখিয়া রীতিমতন স্কুল পালানো ছেলেদের একটা তামাক খাবার "আগ্‌ড়া" বা "আড্ডা" বসাইত। সারা বৎসরে কোন রকমে এক খানা নাটক ইচ্ছামত মহলা দিত, তাহার পর দুর্গা-পূজার সময় একজনের বাড়ীর উঠানে নিজেরা সমস্ত দিন বাঁশ দড়ী লইয়া ষ্টেজ বাঁধিয়া রাত্রি ১টা ২টার পর তবে "পালা" গাহিবার উদ্যোগ করিত। তাহার উপর যদি "সুরদেবী" আসিয়া ভর করি-লেন—তো দুই চারি দৃশ্যের পর বাড়ীওয়ালা ব্যতিব্যস্ত হইয়া "পালের চারিকোণ" খুলিয়া সম্প্রদায়ের লজ্জা নিবারণ করিতেন। এক্ষণে সহরে সে ভাবে অবৈতনিক সম্প্রদায়ের অভিনয় হয় না। বিগত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এফ, ডি ইউনিয়ন সর্ব্বপ্রথম মেট্রোপোলিটান স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে "পলাশীর যুদ্ধ" এবং সেক্সপীয়রের "মার্চ্চেণ্ট অফ ভেনিস্" প্লে করিয়া—তাহার পর সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ কর্জ্জন থিয়েটার ভাড়া লইয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত ৺বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" নাটক অভিনয় করেন। সেইদিন হইতে যথার্থই কলিকাতার সহরে অবৈতনিক নাট্যাভিনয়ের স্রোত ফিরিল। দেখিতে দেখিতে ঠিক এফ-ডি-ইউনিয়নের পন্থা অবলম্বন করিয়া সহরে সহস্র ক্লাবের সৃষ্টি হইল। আগে ভূপেন বাবুর উক্ত এফ-ডি-ইউনিয়ন—ফ্রেণ্ডস্ 'ড্র্যামাটিক ইউনিয়ন' নামেই পরিচিত

হইত—কিন্তু যখন উক্ত নাম পর্য্যন্ত 'গাপ্' করিয়া সহরে এমন কি মফস্বলে পর্য্যন্ত "ফ্রেণ্ডস্ ড্র্যামাটিক" বলিয়া চারিধারে দল বসিতে আরম্ভ হইল—তখন অগত্যা মৌলিক আদি ফ্রেণ্ডস্ ড্র্যামাটিক—এফ্-ডি-ইউনিয়ন নামে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচারিত হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু এখনও হঠাৎ ফ্রেণ্ডস্ ড্র্যামাটিকের কথা বলিলে সর্ব্বগ্রেই লোকে ভূপেন বাবুর—"এফ-ডি-ইউনিয়ন" বুঝিয়া থাকেন।

* * * * *

গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার বজবজস্থ সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্য-সারস্বত-নিকেতন" নামক পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সম্পাদক শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নটগুরু গিরিশচন্দ্রের বিয়োগে আবেগময়ী ভাষায় শোক প্রকাশ করেন। অতঃপর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত হরলাল হালদার পাঠগোষ্ঠীর বার্ষিক বিবরণী এবং তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুত বিপিন বিহারী বসু কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে পাঠগোষ্ঠীর স্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুত বসন্তকুমার দত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠগোষ্ঠীর আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর পাঠগোষ্ঠীর হিতাকাঙ্ক্ষী ও পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র কোঙার, শ্রীযুত হীরালাল হালদার, শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দাস, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুত তারকচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পাঠগোষ্ঠীর ভবিষ্যকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পাঠগোষ্ঠীর পরিচালকগণের আদর-আপ্যায়নে সমবেত ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। —পরবর্ত্তী সপ্তাহে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার পাঠাগারের সন্নিহিত সুবিস্তৃত আঙ্গিনায় নাট্যাভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত পাঠগোষ্ঠীর সহিত সংসৃষ্ট 'আর্য্য-সরস্বত-সম্প্রদায়' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যসমাজ 'বাজীরাও' নাটক অভিনয় করেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে পাঠগোষ্ঠীর সভাপতি পণ্ডিত

বসন্তকুমার দত্ত উক্ত নাট্য-সম্প্রদায়ের উচ্চ উদ্দেশ্য এবং অভিনয়ের সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "মধ্যযুগে নাট্যকলা ও অভিনয় সম্বন্ধে সম্ভ্রান্ত এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন; সাধারণতঃ তাঁহাদের ধারণা এইরূপ ছিল যে, নষ্ট প্রকৃতি এবং বিপথগামী যুবকগণই নাট্যামোদে লিপ্ত হয়। কিন্তু দেশে এখন সুবাতাস প্রবাহিত হইয়াছে, দেশের সুশিক্ষিত আদর্শ-চরিত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নাট্যকলা ও অভিনয়ে অনুরাগী দেখিয়া এবং তাহার পরিণাম শুভজনক বুঝিতে পারায় তাঁহাদের সে ভ্রম এখন বিদূরিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—থিয়েটার দেশে যুগান্তর উপস্থিত করে, বাঙ্গালার স্বদেশী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে থিয়েটারই প্রধান সহায় স্বরূপ হইয়াছিল। থিয়েটারের ফলে নষ্টচরিত্র চরিত্র লাভ করে; আমি নিজে থিয়েটারের কল্যাণে শোচনীয় অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম।" তৎপরে কলিকাতার সাহিত্যানুরাগী ডাক্তার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজীতে ওজস্বিনী ভাষায় নাট্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—"অভিনয় আনন্দের মধ্য দিয়া মানুষকে সাহিত্যের পথে উন্নতির পথে লইয়া যায়। অভিনয় ঘৃণার বিষয় নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগে আর্য্যাবর্ত্তাধিপতি মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বরচিত নাটকে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতেন,—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগেও কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য বরেণ্য ধনকুবের অভিনয়ের যথেষ্ট আদর করিয়া গিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, দেওয়ান গুরুদাস বসাক প্রভৃতি স্বনামধন্য বাণী ও কমলার বরপুত্রগণ অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত

সভ্যরাজ্যেই অভিনয়ের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। কথিত আছে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজাবেথ ছদ্মবেশে রাজকীয় নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন। এখনও ইংলণ্ডের 'লর্ড' উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সখের থিয়েটারে সানন্দে অভিনয় করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাঁহারা সামান্যমাত্র অগৌরবও মনে করেন না।—অতঃপর এসম্বন্ধে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় বলেন,—এই নাট্য-সম্প্রদায়ের মহৎ উদ্দেশ্য ও প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়াছি; ইহার পরিচালকগণ সকলেই কৃতবিদ্য, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশীয়; বিশেষতঃ পাঠ-গোষ্ঠীর সহিত এই নাট্যসম্প্রদায় সংস্থষ্ট থাকায় এবং ইহার উদ্দেশ্য পাঠাগারের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া এই সম্প্রদায়ের গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর নাট্যসম্প্রদায়—আনন্দের সহিত সাহিত্য ও শিক্ষা যাহার উদ্দেশ্য—তাহার প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য যে একান্ত বাঞ্ছনীয়—একথা বলাই বাহুল্য। আমি আশা করি—এঅঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই এই নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতি হৃদয়ের অনুরাগ প্রকাশ করিবেন—ইহার প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন।—ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের বাক্যচ্ছটাপূর্ণ প্রাঞ্জল বক্তৃতা ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল; যাঁহারা থিয়েটারের বিরোধী ছিলেন—তাঁহা-রাও সেদিন কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, ফলে অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে বাধ্য হন এবং সম্প্রদায়ের অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করেন। অভিনয়ও যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। অধিকাংশ ভূমিকাই নিখুঁত-রূপে অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় স্থলে প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সম্প্রদায়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত লালবিহারী হালদারের ব্যবস্থা-বিধানে সকল কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইয়াছিল।—নাট্যমন্দির-সম্পাদক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও

ডাক্তার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় 'আর্য্য-সারস্বারস্বত নিকেতনে'র কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় দুইজন অভিনেতাকে দুইটি রৌপ্যপদক প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় 'মন্তানী' ও 'গৌতমা'র ভূমিকায় অভিনেতাদ্বয়কেই পদক পাইবার উপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। শীঘ্রই মিউনিসিপাল আফিসে একটি সভার অধিবেশন করিয়া এই পদক প্রদত্ত হইবে।

মাধুরী বিকাশ।

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত]

(১)

আমি দেখেছিনু শিশুকালে তার
সরলতা মাখা মুখখানি,
স্মৃতিপথে তায় আজো ভেসে আসে
মধুমাখা সরল চাহনি ;
দেখেছিনু তারে ঊষার মতন
হাসিত সে যে নবীন হাসি,
নবীন বসন্তে নবীন মুকুল
নবীনতা তায় ছিল মিশি।

(২)

পুনঃ দেখেছিনু মধুর যৌবনে
দেখেছিনু নবীন গৌরবে,
ফুটিত কুসুম হাসিতে তাহার,
ক্ষরিত সুধা নয়নে যবে ;
পূর্ণিমা নিশিথে রজত কিরণ
ধরাবক্ষে যথা রহে ভাসি—
সেরূপ লাবণ্য রহিত সদাই
অঙ্গ হ'তে তার খসি খসি ;
বাজিত মুরলী স্বরেতে তাহার
যেন সুদূর পাখীর গান—
মুখখানি তার সন্ত ফোটা ফুল
হৃদয়ে তার প্রণয় তান॥

(৩)

চ'লে যায় কাল অক্রমত হ'য়ে—
জননীরূপে দেখিনু তারে,
হৃদয় তাহার স্নেহের আধার
সমূরতি স্নেহ বিরাজে যেনরে,
চিন্তা রেখা যত উঠেছে ফুটিয়া
অবসন্ন নয়নে তাহার,
বসন্তের শেষে কুসুমের প্রায়
প্রভাহীন মুখের বাহার।

(৪)

দেখেছিনু তারে আর একবার
শেষবার—শেষ দিনে তার,
ফুটেছিল মুখে নন্দনের ছবি
স্বরগ সুষমা অঙ্গে তার;
ওহো শান্তিমাখা মুখখানি তার;
কি রূপভরা কি কব আর,
বর্ণিতে জগতে নাহিক সে ভাষা
অপারক লেখনী আমার—
সে রূপ মাধুরী অপরূপ অতি
জগত সম্বন্ধ নাহি তায়
শৈশব কৈশোর যৌবনের রূপ
ম্লান সব—অতুল্য ধরায়॥

———